সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ

মরিস কর্ণফোর্থ

দেশের কথা পাবলিকেশনস্
মেলারমাঠ ❑ আগরতলা

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ
মরিস কর্ণফোর্থ

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট, ২০১৩
পুনর্মুদ্রণ :
ডিসেম্বর, ২০১৩

প্রকাশনায় :
দেশের কথা পাবলিকেশনস্
মেলারমাঠ ❑ আগরতলা

প্রচ্ছদ : পুষ্পল দেব

মুদ্রণে : ত্রিপুরা প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
মেলারমাঠ ❑ আগরতলা

দাম : ২০ টাকা

ভূমিকা

সঙ্গত কারণেই পুঁজিবাদ সম্পর্কে আমাদের বেশি করে অনুশীলন করতে হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চালাতে হয়। শুধু তার অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্ব অবস্থার উন্মোচনই নয়, বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধেও অবিরাম সংগ্রাম চালাতে হয়। এটা স্বীকৃত যে, বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে মার্কসবাদী শিবিরের মহারণের প্রথম সারির এক সেনাপতির নাম মরিস কর্ণফোর্থ।

কে এই মরিস কর্ণফোর্থ? ১৯০৯ সালে লন্ডনে কর্ণফোর্থের জন্ম। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ স্কুলে প্রাথমিক লেখাপড়া সমাপ্ত করে ১৬ বছর বয়সে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই কলেজে দর্শনে অনার্স নেন। পরবর্তী বিদ্যাচর্চা কেমব্রিজের ট্রিনটি কলেজে। সেখানে নীতিবিজ্ঞান সংক্রান্ত ট্রাইপ্স-এর তর্কবিজ্ঞান শাখায় পড়াশোনা সাঙ্গ করে তিনি দর্শন- গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। গবেষণারত অবস্থায় তৎকালীন বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক উইটজেনষ্টাইনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। কিন্তু উইটজেনষ্টাইনের ভাষানুসারী ভাববাদী দর্শন কর্ণফোর্থের বাস্তবমুখী সমাজ- সচেতন মনকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট গবেষণার কাজ শেষ করেই তিনি সরাসরি ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টিতে পুরো সময়ের কর্মী হিসেবে যোগ দেন। সেটা ১৯৩১ সাল। বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দার বিধ্বংসী প্রভাব থেকে ব্রিটেনের পুঁজিবাদী অর্থনীতি তখনও নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। ফলে অর্থনৈতিক সংকটের পুরো বোঝাটাই শ্রমিকশ্রেণি ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দিকে দিকে শ্রমিক অসন্তোষ, ধর্মঘট, লে-অফ ও লকআউট। মার্কসবাদে দীক্ষিত কর্ণফোর্থ তাই উপযুক্ত সময়েই ব্রিটেনের শ্রমিকশ্রেণির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন জেলা সংগঠনে দীর্ঘ চৌদ্দ বছর কাজ করে ১৯৪৫ সালে তিনি লন্ডনে ফিরে আসেন। পরবর্তী সময় কমিউনিস্ট ও বামপন্থী প্রকাশনার কাজে নিযুক্ত হন।

'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' মরিস কর্ণফোর্থের বিখ্যাত ও বহুল প্রচারিত গ্রন্থ। অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় তিনি লিখেছেন যাতে মার্কসবাদ সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয়। লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যেই এ ভাবে তিনি লিখেছেন। 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ' বইটির নবম ও দশম অধ্যায়ে বর্ণিত 'সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ' এবং 'সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের চালিকাশক্তি' - এই দুইখানা নিবন্ধ নিয়ে 'সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ' নামে একটি পুস্তিকা এখানে প্রকাশ করা হচ্ছে।

পার্টির রাজ্য শিক্ষা সাব-কমিটির পক্ষ থেকে এই পুস্তিকা প্রকাশের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। প্রাচুর্যের সংগঠনের নাম সমাজতন্ত্র হলেও নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমরা খুব একটা জানি না। সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়, মজুরির প্রশ্ন, রাষ্ট্রের ভূমিকা, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র, বৈদেশিক সম্পর্ক, জাতিসমস্যা, সমাজতান্ত্রিক মানুষ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তির বিকাশের সুযোগ, পরাজিত শ্রেণিগুলোর অবস্থান ইত্যাদি নানা বিষয়ে আমাদের অনেকেরই মৌলিক ধারণা দুর্বল। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন ও সমাজতন্ত্রের সাময়িক বিপর্যয় আমাদের মনে এতকাল ধরে গেঁথে - থাকা সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের মডেলকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। বর্তমান সময়ে চীনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সমাজতন্ত্রের নির্মাণ কাজ চলেছে। নানা ধরনের সমস্যা ও অবাঞ্ছিত প্রবণতাও ফুটে উঠেছে। ভিয়েতনাম, কিউবা ও উত্তর কোরিয়ায় যে -সংস্কার প্রক্রিয়া চলেছে, তা করা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের ভিত্তিকে শক্তিশালী করার জন্যই। সে জন্যই মার্কসবাদী- লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজতন্ত্র নির্মাণের মৌলিক নিয়মগুলো জানা দরকার, যার প্রয়োগে বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতিগত বিভিন্নতার জন্য বিভিন্নতা থাকবেই। সম্ভাব্য ভারতীয় সমাজতন্ত্রের গতিপথ সম্পর্কেও বিচার বিশ্লেষণে এটা কাজে লাগে।

পাশাপাশি, সাম্যবাদ বা কমিউনিজম, যা কিনা একটি বিশ্বব্যাপী সমাজ গঠনের ধারণা, সমাজতন্ত্র যার প্রথম ধাপ, এই সাম্যবাদ সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরও কম। পার্টি সভ্য, সমর্থক ও দরদীদের সাম্যবাদ সম্পর্কে মার্কসবাদী বিমূর্ত ধারণাটি জানা দরকার, উপলব্ধি করা দরকার। এটা আজকের পরিস্থিতিতে মার্কসবাদী তত্ত্বের আক্রমণাত্মক অভিযানকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। মরিস কর্ণফোর্থ এ বিষয়টির ওপরও একটি অধ্যায় লিখেছেন। এই পুস্তিকায় তা সন্নিবেশিত হয়েছে। মরিস কর্ণফোর্থকে ধন্যবাদ জানাই তাঁর সহজ- সরল ভাষায় মার্কসবাদকে জনসমক্ষে উপস্থিত করার জন্য।

কর্ণফোর্থ লিখেছেন ইংরেজীতে। তার সাবলীল বঙ্গানুবাদ করেছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ভোলানাথ বন্দোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যা বিভাগের রীডার। তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়েও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে রীডার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর এই অসামান্য অবদানের জন্য আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বইটির প্রকাশনা সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদকেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। দেশের কথা পাবলিকেশনস্ সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ পুস্তিকাটি প্রকাশনার দায়িত্ব নেওয়ায় আমরা খুশি।

'সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ' পুস্তিকাটি উৎসুক সকলের কাছে গ্রহণীয় হবে বলে আশা করি।

(বিজন ধর)
সম্পাদক
ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি
সি পি আই (এম)

আগরতলা
২২-৭-১৩

সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি হল উৎপাদন- উপকরণের সামাজিক মালিকানা। শ্রমজীবী জনগণ তার শাসক। শোষণ সেখানে অনুপস্থিত। মানুষের প্রয়োজন মেটানোই তার উৎপাদনের লক্ষ্য।

সমাজতন্ত্র সাম্যবাদী সমাজের প্রথম স্তর মাত্র। সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের অর্থ প্রত্যেকে তার কাজ অনুযায়ী প্রাপ্য পায় এই অবস্থা থেকে প্রত্যেকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাপ্য পায় এমন ব্যবস্থায় উত্তরণ; শ্রমের জন্য উৎসাহের প্রয়োজন এমন স্তর থেকে শ্রমই জীবনের প্রধান চাহিদা হয়ে ওঠে সেই ব্যবস্থায় উত্তরণ; শ্রমবিভাগের অধীনে মানুষের সামর্থ্য ও যোগ্যতা রুদ্ধ হয় এমন ব্যবস্থা থেকে সেই ব্যবস্থায় উত্তরণ, যেখানে প্রত্যেকেই পরিপূর্ণভাবে তার সামর্থ্য ও যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে পারে; যে ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ছাড়াও সমবায় সম্পত্তি এবং সেই কারণে শ্রেণি-পার্থক্যও বর্তমান তা থেকে অন্য এমন এক ব্যবস্থায় উত্তরণ যেখানে সমগ্র জনগণের একটি মাত্র সংগঠন বর্তমান এবং যা উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণ ও যাবতীয় উৎপন্নের ব্যবস্থা করে ও যেখানে উৎপন্নসামগ্রীকে আর পণ্য হিসেবে বণ্টন করা হয় না।

এই উত্তরণ সম্ভব করে তুলতে হলে প্রয়োজন সামাজিক উৎপাদনের প্রসার, একটি সামাজিক- অর্থনৈতিক কেন্দ্রের মাধ্যমে সমগ্র উৎপন্ন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পণ্য-চলাচল ব্যবস্থার অপসারণ, কাজের দিনকে কমিয়ে এনে, সর্বজনীন কারিগরী শিল্প বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা করে এবং বৈষয়িক মানের উন্নতি ঘটিয়ে সকলের যোগ্যতার বহুমুখী উন্নতির জন্য সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ব্যবস্থা করা।

❑ সামাজিক উৎপাদন ও সামাজিক মালিকানা

সমাজতন্ত্রের অর্থ নতুন উৎপাদন-সম্পর্ক, নতুন অর্থনৈতিক ভিত্তি, অর্থাৎ প্রধান প্রধান উৎপাদন-উপকরণের ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা।

উৎপাদনের এরকম সংগঠনের সাহায্যে মানুষের দ্বারা মানুষ শোষণের

সমস্ত ব্যবস্থাকে শেষ বারের মত দূর করা হয়। সমগ্র শ্রমজীবী মানুষসহ শ্রমিকশ্রেণির রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম এবং ধীরে ধীরে সমস্ত শোষণমূলক সম্পর্ক বাতিলের উদ্দেশ্যে ঐ ক্ষমতা প্রয়োগের সংগ্রামের ফলেই একে বাস্তবায়িত করা যায়।

সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে কল-কারখানা, খনি, যানবাহন ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের ওপর পুঁজিবাদী মালিকানার অবসান ঘটে; পুঁজিপতিদের হাত থেকে পুরো অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থাকে নিয়ে নেওয়া হয় : জমির ওপর জমিদারদের মালিকানার অবলুপ্তিও ঘটে। এর পর কোন শ্রমিককেই আর পুঁজিবাদী মুনাফার দাসত্ব করতে হয় না, কোন ক্ষুদে উৎপাদককেই আর জমিদার, ব্যাঙ্ক- ব্যবসায়ী বা দালালদের হাতে ঠকতে হয় না। শ্রমিকশ্রেণির জীবনযাত্রার মানের ওপর আক্রমণ বন্ধ করা হয়। বন্ধ করা হয় মুষ্টিমেয় কিছু শক্তিশালী একচেটিয়া কারবারির সর্বোচ্চ মুনাফার তাড়নার ফলে সংখ্যাধিক জনগণের সর্বনাশ -সাধন ও নিঃস্ব, রিক্ত হওয়াকেও। সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য অন্য দেশের জনগণকে নির্যাতন ও শোষণ করার এবং জোর করে বাজার দখলের প্রচেষ্টারও অবসান ঘটানো হয়। উৎপাদনের কোনও যন্ত্রপাতি ও ব্যবস্থাদি পুঁজিপতির পক্ষে লাভজনক নয় বলে আর ইচ্ছাকৃত কম নিয়োগ করা হয় না। শ্রমশক্তি ক্রয় করা পুঁজিপতির পক্ষে লাভজনক নয় বলে আর ইচ্ছাকৃত কম নিয়োগ করা হয় না। শ্রমশক্তি ক্রয় করা পুঁজিপতির পক্ষে লাভজনক নয় বলে কোনও শ্রমিককেই আর বেকার থাকতে হয় না। লোভের বশবর্তী হয়ে শোষণ করে ভাল জমিকে আর কখনও অনুর্বর পতিত জমিতে পরিণত করা হয় না। খাদ্য উৎপাদন আর অবহেলিত হয় না এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন অপুষ্টিতে ভোগে, খাদ্য তখন আর মজুত করা বা ধ্বংস করা হয় না। অর্থনৈতিক সঙ্কট সেখানে অনুপস্থিত, কারণ তার মূল কারণ যা— যে, সামাজিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও পুঁজিপতিরা আত্মসাৎ করার ফলে ব্যাপক জনগণ উৎপন্নসামগ্রী পুনরায় ক্রয় করতে অসমর্থ হয়ে পড়ে— তাকেই দূর করা হয়। এখন উৎপাদনের প্রধান প্রধান উপকরণের ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার ফলে এমন ধরনের উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে ওঠে যা উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি তো করেই না, বরং দিনের পর দিন গোটা সমাজের যে চাহিদা বেড়েই চলেছে তা যাতে পূরণ করা যায় সেজন্য সামাজিক উৎপাদনের বিরামহীন বিকাশ সহজতর করে তোলে।

সমাজতন্ত্রে মুনাফার জন্য আর উৎপাদনের কাজ হাতে নেওয়া হয় না, উৎপাদন করা হয় জনগণ কী চায় তা উৎপাদনের জন্য, সমগ্র সমাজের কল্যাণের জন্য, সাধারণের মঙ্গলের জন্য এবং প্রতিটি ব্যক্তির কল্যাণের জন্য। মুষ্টিমেয়র মুনাফা সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের মুখ্য বিচার্য বিষয় নয়। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের মুখ্য বিচার্য বিষয় হল সংখ্যাগুরুর জীবনধারার মানোন্নতি।

প্রাচুর্যের সংগঠনের নাম সমাজতন্ত্র। পুঁজিবাদের অধীনে উৎপাদন শক্তির বিকাশের ফলে সবার জন্য প্রাচুর্য সৃষ্টির উপায় আগে থেকেই রয়েছে। যা করা দরকার তা হল, পুঁজিবাদী মালিকানা ও পুঁজিবাদী দখলদারির অবসান ঘটিয়ে প্রতিটি মানুষের জন্য প্রচুর উৎপাদনের উদ্দেশ্যে এই উৎপাদন শক্তিকে বিকশিত করা ও প্রয়োগ করা।

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনে যেহেতু অপরের শ্রমের ফসল আত্মসাৎ করার জন্য কোন একজন শোষকও বর্তমান থাকে না সামাজিক উৎপন্নের পুরোটাই তাই উৎপাদকেরাই বিলিবন্দোবস্ত করে এবং (ক) নিঃশেষিত উৎপাদন উপকরণের বদলি দেওয়ার জন্য, মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য এবং উৎপাদনের আরো প্রসার ঘটানোর জন্য, (খ) সমাজসেবামূলক কাজকর্মকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া ও প্রসারিত করার জন্য, (গ) যতদিন পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক দেশ মারমুখো পুঁজিবাদী দুনিয়া পরিবেষ্টিত থাকবে ততদিন রাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলিকে পোষণ করার জন্য এবং (ঘ) সমাজের ব্যক্তি সদস্যদের ভোগোপকরণ সরবরাহ করার জন্য, সেই সামাজিক উৎপন্নকে কাজে লাগায়।

সামগ্রিক সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধির শক্তির জোরেই সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের ওপর তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে।

স্তালিন লিখেছিলেন : " পুঁজিবাদ যে সামন্ততন্ত্রকে চুরমার করে দিয়েছিল এবং পরাজিত করেছিল তার কারণ কি? কারণ, তা শ্রমের উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান সৃষ্টি করেছিল, সামন্ততন্ত্রের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে উৎপন্ন সংগ্রহের ক্ষমতা সমাজকে তা দান করেছিল এবং সমাজকে আরো বেশি ধনী করেছিল। এটাই বা কেন হয় যে সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদী আর্থিক ব্যবস্থাকে পরাজিত করতে সক্ষম, পরাজিত করা তার উচিত এবং অবশ্যই তা করবে? কারণ, পুঁজিবাদী আর্থিক ব্যবস্থার তুলনায় সমাজতন্ত্র শ্রমের উন্নততর নমুনা উপস্থাপিত করতে

পারে এবং শ্রমের উন্নততর উৎপাদন ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারে; কারণ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি উৎপাদিত সামগ্রীর ব্যবস্থা সমাজের জন্য তা করতে পারে এবং সমাজকে তা আরো ধনী করে তুলতে পারে....।

" একমাত্র পুঁজিবাদের চেয়ে উন্নতমানের শ্রমোৎপাদনশীলতা, উৎপন্নসামগ্রী ও সব রকমের ভোগ্যসামগ্রীর প্রাচুর্য এবং সমাজের সকল সদস্যের জন্য সাফল্যপূর্ণ ও রুচিসম্পন্ন জীবনের ভিত্তিতেই সমাজতন্ত্র সফল হতে পারে।"

আর লেনিন লিখেছিলেন: " প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে.... পুঁজিবাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট সমাজব্যবস্থা রচনার মৌলিক কাজ অর্থাৎ শ্রমোৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার মৌলিক দায়িত্ব সবার সামনে এসে পড়ে।"

সুতরাং লক্ষ্য পূরণ করতে হলে সমাজতান্ত্রিক সমাজকে সবার আগে যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী ও ভারী শিল্পে অবশ্যই সজ্জিত হতে হবে। পুঁজিবাদের আওতায় ঐসব উৎপাদন -উপকরণ ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে আছে। কিন্তু যে মহান শক্তি সমাজতন্ত্রকে পুঁজিবাদের তুলনায় উন্নততর একটি সমাজব্যবস্থায় পরিণত করে তা হল ব্যক্তিগত মুনাফার সেবায় বাধ্যতাকারী বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত সামাজিক শ্রমের শক্তি।

উন্নতমানের প্রযুক্তি ও উন্নত শ্রমোৎপাদনশীলতর জন্য সমাজতান্ত্রিক প্রচেষ্টা নিজেই নিজের লক্ষ্য নয়, সেভাবে ঐ প্রচেষ্টা চালানোও যায় না। এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য প্রযুক্তির অধিকারী জনগণের মানোন্নতি, "সমাজের সকল সদস্যের জন্য একটি সাফল্যপূর্ণ ও রুচিসম্পন্ন জীবন"। অতএব, প্রকৃত যেসব উপকরণ ও সম্পদ পাওয়া যাচ্ছে, পরিকল্পিতভাবে তাদের যাতে অনবরত বাড়িয়ে তোলা যায় এবং তারা যাতে নিঃশেষিত না হয়ে যায় সেজন্য তাদের প্রতি যথোচিত মনোযোগ সহকারে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের কাজ পরিচালনা করা যেমন জরুরি, ঠিক তেমনই জরুরি এটা দেখা যে উৎপাদকদের জীবনমান ঊর্ধ্বগামী হবে।

উৎপাদনের দুই বৃহৎ বিভাগ— উৎপাদন উপকরণের উৎপাদন এবং ভোগোপকরণের উৎপাদন — এদের মধ্যবর্তী ভারসাম্যের নিয়ম সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথম বিভাগটির প্রসার বা বৃদ্ধি না ঘটিয়ে দ্বিতীয়টির প্রসার বা বৃদ্ধি ঘটানো অসম্ভব, যেহেতু প্রয়োজনীয় উৎপাদন উপকরণের ব্যবস্থা না করে ভোগোপকরণের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় না। আবার এরই সঙ্গে

পরিণতিস্বরূপ জনগণের সতত বর্ধমান চাহিদাগুলি যদি না মেটানো হয় তাহলে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সফল হতে পারে না।

আমরা তাহলে উপসংহারে কথা বলতে পারি যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে সমাজই মুখ্য উৎপাদন - উপকরণসমূহের মালিক, শ্রমজীবী জনগণই সমাজের নির্দেশক ও উৎপাদনের পরিচালক, মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণ সেখানে অনুপস্থিত, এবং সমগ্র সমাজের ক্রমবর্ধমান বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদাগুলির সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রায় পূরণের দিকে লক্ষ্য রেখে উন্নতমানের প্রযুক্তির ভিত্তিতে সেখানে প্রতিনিয়ত উৎপাদন প্রসারিত হয়।

❑ সমাজতন্ত্র : পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণ

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর সমাজ কিভাবে বিকশিত হতে থাকে?

মার্কস দেখিয়েছেন, সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে উৎপাদন প্রতিষ্ঠার পর এবং সমস্ত উপায়ে মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের অবলুপ্তির পর উত্তরণের আরো একটি পর্যায় শুরু হয়। তা হল সাম্যবাদী সমাজের দিকে উত্তরণ।

অতএব, মার্কস সমাজতান্ত্রিক সমাজকে চিরস্থায়ী সমাজব্যবস্থা বলে গণ্য করেননি। তাঁর কাছে এটি ছিল উন্নততর সমাজব্যবস্থায় অর্থাৎ সাম্যবাদে উত্তরণের একটি পর্যায়। এটিকে তিনি কেবলমাত্র " সাম্যবাদী সমাজের প্রথম পর্যায়", অর্থাৎ এক শ্রেণির ওপর অপর শ্রেণির শোষণ-ভিত্তিক সমাজ থেকে শ্রেণিহীন সমাজে উত্তরণের একটি পর্যায় বলে গণ্য করেন।

"পুঁজিবাদী সমাজ আর সাম্যবাদী সমাজ, এই দুই-এর মধ্যে রয়েছে একটি থেকে অপরটিতে বিপ্লবী রূপান্তরের এক পর্ব এবং এই সমাজতন্ত্রের পর্বে রয়েছে " সাম্যবাদী সমাজ, অবশ্য নিজস্ব ভিত্তিতে যেমন বিকশিত হয়েছে তেমন সমাজ নয়, বরং বিপরীতপক্ষে, পুঁজিবাদী সমাজ থেকে ঠিক যেমন উঠে এসেছে তেমন সমাজ; এইভাবে যা অর্থনৈতিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত, সবদিক থেকে যে-পুরনো সমাজের গর্ভ থেকে তার জন্ম সেই সমাজের জন্মরেখায় এখনও চিহ্নিত।"

লেনিন লিখেছেন : "সাধারণত যাকে সমাজতন্ত্র বলা হয় মার্কস তার নাম

দিয়েছিলেন সাম্যবাদী সমাজের প্রথম বা নিম্ন পর্ব। উৎপাদনের উপকরণগুলির যে পরিমাণে সাধারণের সম্পত্তি হয়ে যায় 'কমিউনিজম' শব্দটি তাতে প্রয়োগ করা চলে, অবশ্য একথা ভুললে চলবে না যে এটি পূর্ণাঙ্গ সাম্যবাদ নয়। মার্কসের ব্যাখ্যার বড় গুরুত্ব এখানেই যে, এক্ষেত্রেও তিনি অটলভাবে বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব বা বিকাশের তত্ত্ব প্রয়োগ করেন এবং সাম্যবাদকে এমন কিছু বলে গণ্য করেন যা পুঁজিবাদের ভেতর থেকে বিকশিত হয়।.... যাকে বলা যায় সাম্যবাদের অর্থনৈতিক পূর্ণতাপ্রাপ্তির বিভিন্ন পর্যায়, মার্কস তারই বিশ্লেষণ করেন।"

পুঁজিবাদী সমাজ থেকে উদ্ভূত সমাজতান্ত্রিক সমাজ কোন্ কোন্ দিক থেকে এখনও " যে - পুরনো সমাজের গর্ভে তার জন্ম তার জন্মরেখায় চিহ্নিত"? এর সাময়িক চরিত্র কিভাবে ফুটে ওঠে? এবং কিভাবে এই ত্রুটিগুলি থেকে মুক্ত হওয়া যায়?

❑ শ্রমের তুল্য বিনিময় দেওয়া থেকে প্রয়োজনের পরিতৃপ্তি

(১) সমাজতন্ত্র প্রথমেই যে ব্যাপারে তার সাময়িক চরিত্র উদঘাটন করে তা হলো খোদ উৎপাদন ও সামাজিক উৎপন্ন বণ্টন- পদ্ধতি।

পুঁজিবাদের অধীনে বিকশিত উৎপাদন শক্তির চরিত্রানুযায়ী উৎপাদন-সম্পর্কের সূচনা করে সমাজতন্ত্র এবং উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির কাজেও লাগে সমাজতন্ত্র। তবে পুঁজিবাদের জমানায় উৎপাদন শক্তি যে স্তরে পৌঁছয় সেখান থেকেই সমাজতন্ত্র তার যাত্রা শুরু করে।

ফলে সমাজের ক্রমবর্ধমান বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদাগুলির পূর্ণাঙ্গ পরিতৃপ্তি উৎপাদনের লক্ষ্য হলেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত প্রতিটি ক্রমবর্ধমান চাহিদাগুলির পরিপূর্ণ ও সমান পরিতৃপ্তি অর্জন করা সম্ভব হয় না। তা করার জন্য উৎপাদন শক্তিগুলি যথোপযুক্ত নয়।

সুতরাং শেষমেষ প্রতিটি ব্যক্তির প্রতিটি প্রয়োজন সমানভাবে মেটানো হবে, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য নিশ্চিতভাবে সে কথা বললেও, দীর্ঘকাল তা পূরণ করা সম্ভব হয় না, অন্ততঃ ততদিন যতদিন না উৎপাদনের প্রভূত অগ্রগতি পুঁজিবাদী উৎপাদনকে অনেক দূর ছাড়িয়ে যায়।

অন্তর্বর্তী সময়ে প্রতিটি ব্যক্তি সামাজিক উৎপন্নের একটি অংশ পেয়ে থাকে, তবে প্রত্যেকের প্রয়োজন মাফিক নয়, প্রত্যেকের কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী। অর্থাৎ প্রত্যেকে তার প্রাপ্য প্রয়োজন অনুযায়ী নয়, অবদান অনুযায়ী পায়।

তার মানে অবশ্যই এই যে, সবার প্রয়োজন সমানভাবে মেটানো হয় না। যে বেশি কাজ করে বা উৎকৃষ্ট মানের কাজ করে সে বেশি পায়। আবার, যারা সমান কাজ করে তারা পায়ও সমান, কিন্তু তাদের প্রয়োজন এক নাও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ বিবাহিত, কেউ নয়,কারুকে হয়তো অন্যদের চেয়ে বেশি সন্তান পালন করতে হয় ইত্যাদি। অতএব তাদের প্রয়োজনেরও সমান পরিতৃপ্তি হয় না।

সেইজন্য সমাজতান্ত্রিক পর্বেও উৎপাদন হয় সীমিত এবং গৃহীত হয় এই নীতি 'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং প্রত্যেককে তার কাজ অনুযায়ী''। কিন্তু উচ্চতর সাম্যবাদী পর্বে উৎপাদন এত বেশি বৃদ্ধি পায় যে সম্পূর্ণ ভিন্ন নীতি বলবৎ হয় : " প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী''।

সমাজতন্ত্রের নীতিকে, অর্থাৎ সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক দানের নীতিকে মার্কস 'বুর্জোয়া অধিকারের'' অপ্রীতিকর পরিণাম বলেই মনে করতেন। একমাত্র পূর্ণ- সাম্যবাদী সমাজে এই ''বুর্জোয়া অধিকারকে'' চিরকালের মত নির্মূল করা হয়।" তখন প্রতিটি প্রয়োজন মেটানোর সমান অধিকার প্রত্যেকে ভোগ করে।

অবশ্য সবার প্রয়োজন সমানভাবে মেটানোর নীতির ফলেও প্রাপ্তির অসাম্য সৃষ্টি হয় কারণ প্রত্যেকের প্রয়োজন সমান নয়। সুতরাং একথাটা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে, সামাজিক উৎপন্ন সকলের মধ্যে সমান ভাগ করে দেবার ভাবনার সঙ্গে সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের কোন সম্পর্ক নেই। সামাজিক উৎপন্নের সর্বদাই অসম বণ্টন করা হয়, প্রথমতঃ, অসম কাজ অনুসারে, আর তারপর অসম প্রয়োজনানুসারে। সাম্যবাদ যে সাম্য আনে তা হল বহুমুখী ব্যক্তিত্বের সম্ভাবনা বিকশিত করার জন্য প্রত্যেকের সমান সুযোগ।

❑ **বোঝা হিসেবে শ্রম থেকে জীবনের মুখ্য চাহিদা- রূপ শ্রমের দিকে**

(২) শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমের প্রতি জনগণের মনোভাব হল দ্বিতীয় পরিপ্রেক্ষিত যাতে সমাজতন্ত্র তার সাময়িক চরিত্রকে প্রকাশ করে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকেরা পুঁজিপতির কাছে তাদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করে সুতরাং শ্রম সেখানে বোঝা মাত্র, অপর কোন এক ব্যক্তির স্বার্থে নেওয়া কাজ। বাইবেলের ভাষায় তা হল " আদমের অভিশাপ''।

সমাজতন্ত্রে কিন্তু শ্রমশক্তিকে আর কেনাও হয় না, বেচাও হয় না। যে উৎপাদক তার কাজ অনুযায়ী পায়, সে তার বিক্রয় করা শ্রমশক্তির দাম সংগ্রহ করে না। সামাজিক উৎপাদনে সে যা দান করেছে সে অনুযায়ী সামাজিক উৎপন্নের একটি অংশ সে গ্রহণ করে। আর সেইজন্যই উৎপাদনে সে যত বেশি সাহায্য করবে তত বেশি পেতে পারবে।

এইজন্যই সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রম সম্পর্কে স্তালিন একথা লিখতে পেরেছিলেন ঃ

" কমরেডগণ, জীবন উন্নত হয়েছে। জীবন আরো বেশি আনন্দময় হয়েছে। আর জীবন যখন আনন্দময় কাজ তখন ভালই চলে। সেইজন্য উৎপাদনের মাত্রাও উঁচু। ....শ্রমজীবী মানুষকে এখানে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। এখন সে শোষকদের জন্য কাজ করে না, কাজ করে তার নিজের জন্য, তার শ্রেণির জন্য; সমাজের জন্য। শ্রমিকদের পক্ষে তাই নিজেকে অবহেলিত ও একাকী ভাবা সম্ভব নয়। বরং বিপরীতপক্ষে, কর্মী মানুষ নিজেকে তার দেশের একজন স্বাধীন নাগরিক, এক অর্থে রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিত্ব বলে ভাবে। আর সে যদি কাজ ভাল করে এবং তার সবচেয়ে যা ভাল তা যদি সে সমাজকে দেয় তাহলেই সে একজন কর্মবীর এবং তাকেই গৌরবাচ্ছাদিত করা হয়।"

তবে শ্রমের জন্য "উৎসাহদানের" প্রয়োজন তখনও থাকে। ঠিকভাবে বলতে গেলে সমাজতান্ত্রিক সমাজে এই নীতি অনুযায়ী উৎসাহদান করা হয় ঃ "প্রত্যেককে তার কাজ অনুযায়ী''। প্রত্যেকেই জানে, যত ভাল কাজ সে দেবে তত বেশি সে পাবে। একই সঙ্গে সামাজিক উৎসাহের গুরুত্বও বৃদ্ধি পায়ঃ শ্রমিক হল " কর্মবীর'' এবং তাকে " গৌরবাচ্ছাদিত করা হয়।" পুঁজিবাদী অবস্থার স্মৃতি যত মুছে যেতে থাকে এবং শ্রমের পুরস্কার যত বাড়তে থাকে এই সামাজিক

উৎসাহদানের গুরুত্বও তত বেড়ে যায়।

কিন্তু সাম্যবাদী স্তরে যখন প্রত্যেকে যা প্রয়োজন তাই পায় তখন শ্রমের প্রতি এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই গড়ে উঠবে। তখন " শ্রম জীবনের শুধু একটি উপায় নয়, জীবনের প্রধান চাহিদা হয়ে ওঠে"। মানুষ যে তার "সামর্থ্য অনুযায়ী" খাটে তা জীবনধারণের উপায় সংগ্রহের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে নয়, সামাজিক উৎপাদনে অংশগ্রহণ করা " জীবনের প্রধান চাহিদা বলেই। এরও একটা পূর্বশর্ত আছে। তা হল এই যে, শ্রমসাধ্য নীরস কাজের অবসান ঘটানো হয় অথবা যে-ভাবেই হোক নিম্নতম পর্যায়ে নিয়ে আসা হয় এবং কাজের মধ্যে আর নীরস একঘেঁয়ে খাটুনি থাকে না।

এঙ্গেলস্ লিখেছেন : " উৎপাদনী শ্রম মানুষের অধীনতার উপকরণ হবার পরিবর্তে প্রতিটি ব্যক্তিকে তার সমস্ত দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিগুলিকে সমস্ত দিকে বিকশিত করার ও প্রয়োগ করার সুযোগ দান করে মানব-মুক্তির উপায় হয়ে ওঠে। উৎপাদনী শ্রম তাই বোঝা না হয়ে আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে।"

শ্রমের প্রতি এইপ্রকার মর্যাদা দান করে এবং তার প্রতি এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেই একমাত্র সাম্যবাদী সমাজ টিকে থাকতে পারে। প্রত্যেকে যখন তার কাজ অনুযায়ী নয়, প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাপ্য পায়, তখন এটা পরিষ্কার যে আর কোন বাধ্যবাধকতার ফলস্বরূপ কর্ম পরিচালিত হয় না, কাজ করা হয় কারণ লোকে তাতে আনন্দ পায়, কারণ কাজ জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ।

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতার কশাঘাতে শ্রমজীবী জনগণ অপরের জন্য খেটে খেটেই তাদের জীবনের এক-তৃতীয়াংশ বা তারও বেশি উৎসর্গ করে। মানুষ যখন তার কাজ ছুঁড়ে ফেলে দেয় একমাত্র তখনই তার আপন জীবনের সূত্রপাত ঘটে। কাজের সময় তার কাছে হৃত, কারণ এ সময় তার নিজস্ব নয়, কারণ কাজের সময় তার খোয়া গেছে। সৃজনশীল কর্মের আনন্দ একমাত্র কিছু ভাগ্যবানের জন্য সংরক্ষিত। কাজের সময় তাদের হাত থেকে কেউ কেড়ে নিচ্ছে না, বরং ঐ সময়েই যেভাবে তারা বাঁচতে চায় সেভাবেই তাদের জীবন তারা কাটাতে পারছে— এই চেতনা কেবলমাত্র তাদের জন্যই সংরক্ষিত। আর সাধারণ মানুষের অবস্থা অনেকটাই রবার্ট ট্রেসেলের বর্ণনার মত :

" শ্রমিকরা সকালে যখন কাজে আসত তারা ভাবত এটা যদি প্রাতঃরাশের

সময় হত! প্রাতঃরাশের পর যখন কাজ শুরু করত তখন কল্পনা করত এটা যদি নৈশভোজনের সময় হত! নৈশ ভোজনের পর তারা শনিবার বেলা একটার কথা ভাবত। এইভাবেই দিনের পর দিন, বছরের পর বছর তারা কাটিয়ে দিত আর ভাবত তাদের কাজের সময় বুঝি শেষ হল, কিন্তু যখন তা হত না তখন সত্যি সত্যিই নিজেদের মরণ কামনা করত।"

কমিউনিজমে জনগণের পুরোটা সময় তাদের কাছেই ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের সমগ্র জীবন কেবলমাত্র তাদেরই হয়ে ওঠে।

উইলিয়াম মরিস্ ভবিষ্যৎ কমিউনিস্ট সমাজে তাঁর কাল্পনিক কথোপকথনে এই বৈষম্য প্রদর্শন করেন। " শ্রমের পুরস্কার যেখানে অনুপস্থিত সেখানে কী করে লোকের কাছ থেকে কাজ আদায় করেন?" — এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় :

" শ্রমের পুরস্কার হল জীবন। সেটাই কি যথেষ্ট নয়? প্রচুর পুরস্কার সৃষ্টির পুরস্কার। বিগত দিনের লোকেরা যেমন বলত, ঈশ্বর যে মজুরি পান... প্রাত্যহিক কাজ বিনা সুখ অসম্ভব।"

আর, "কিভাবে আপনি এই সুখ অর্জন করলেন? " প্রশ্নের উত্তর হল : "সংক্ষেপে, কৃত্রিম বলপ্রয়োগের অনুপস্থিতির জোরে, এবং প্রতিটি মানুষ সবচেয়ে যা ভাল করতে পারে তাই করার স্বাধীনতার জোরে, এবং তৎসহ শ্রমের কী উৎপাদন আমরা সত্যিই প্রত্যাশা করি তার জ্ঞানের জোরে।"

❑ মানবিক সামর্থ্য ও যোগ্যতার বর্ধন ব্যাহত করা থেকে যাবতীয় মানবিক সামর্থ্য ও যোগ্যতার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি পর্যন্ত

(৩) সমাজতন্ত্র যে তার পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে তার তিন নম্বর দিক হল শ্রমবিভাগের নীতির কাছে ব্যক্তির বশ্যতা অব্যাহত থাকা।

আমরা আগেই দেখেছি, উৎপাদনের অগ্রগতির অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল শ্রমবিভাগ। আধুনিক শিল্পে একে প্রভুত উন্নত করা হয়, যেখানে সমবায়ভিত্তিক উৎপাদন দৈহিক ও মানসিক উভয় প্রকার শ্রম- প্রক্রিয়ার অসংখ্য বিভিন্ন রূপের মধ্যে শ্রমবিভাগ ও সমন্বয় সাধনের ওপর নির্ভরশীল।

কিন্তু শোষণ- ভিত্তিক সমাজে, এবং বিশেষ করে পুঁজিবাদী সমাজে "শ্রমবিভাগের ফলে মানুষও বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি মাত্র কাজের উন্নতির খাতিরে আর সমস্ত দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিগুলিকে বলিদান করা হয়।" এঙ্গেলস্ বারে বারে বলেছেন, এরই নাম " উৎপাদন -উপকরণের কাছে উৎপাদকের বশ্যতা"। কারণ, " উৎপাদক উৎপাদনের উপকরণসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে না, উৎপাদনের উপকরণসমূহই বরং উৎপাদককে নিয়ন্ত্রণ করে।"

উৎপাদন- উপকরণসমূহের ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে সমাজতন্ত্র শ্রমিককে আর যন্ত্রের দাস করে না রেখে যন্ত্রের প্রভুতে পরিণত করতে আরম্ভ করে। সংঘবদ্ধ উৎপাদকরাই এখন তাদের উৎপাদন-উপকরণগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং পুঁজিবাদের অধীনে শ্রমবিভাগের কারণে মানবিক বৃত্তিগুলির বিকাশ যে ব্যাহত হচ্ছিল তাকে অতিক্রম করার রাস্তা খুলে গেল। কিন্তু এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এর জন্য প্রয়োজন পুরো দস্তুর নতুন করে শ্রমিক- ট্রেনিং, দরকার হল শিক্ষা ও ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে চৌখস মানুষ গড়ে তোলা, যারা তাদের গোটা উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রভু এবং ব্যক্তিগতভাবে যারা তার বিশেষ কোন একটি অংশের কাছে বাঁধা নয়।

মার্কস এটা দেখিয়েছিলেন যে, পুঁজিবাদের ফলে শ্রমিক নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনের জন্য আদেশপ্রাপ্ত মজুরে পরিণত হয় ঠিকই, কিন্তু তা সত্ত্বেও শিল্প-উৎপাদনের বিকাশ এর বিপরীতটাই চায়। তার প্রয়োজন সুশিক্ষিত চৌখস সব শ্রমিক যারা নয়া প্রযুক্তির বিকাশ অনুযায়ী নতুন নতুন কাজ হাতে নিতে পারবে।

আধুনিক শিল্প " শুধুমাত্র উৎপাদনের প্রযুক্তিগত ভিত্তিতেই নয়, শ্রমিকের কাজের ক্ষেত্রেও এবং শ্রম-প্রক্রিয়ার সামাজিক মিলন ও জোটের ক্ষেত্রেও অবিরাম পরিবর্তন আনছে।" সুতরাং এর জন্য " প্রয়োজন শ্রমের পরিবর্তনশীলতা, কর্মের স্বচ্ছন্দগতি, শ্রমের সর্বাত্মক গতিশীলতা.... বাস্তবিকপক্ষে, এক এবং অনুরূপ কর্মের জীবনভর পুনরাবৃত্তির ফলে পঙ্গু এবং সামান্য একটি খণ্ডিত মানবে পরিণত নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনে বাধ্য শ্রমিককে অপসারিত করে উৎপাদনের পরিবর্তনের মুখোমুখি হতে রাজি পূর্ণ বিকশিত ব্যক্তি, যার কাছে যে বিভিন্ন সামাজিক কাজ সে পালন করে সেগুলি তার নিজস্ব স্বাভাবিক ও অর্জিত ক্ষমতাকে পরিপূর্ণ সুযোগ দানের বিভিন্ন উপায় মাত্র, সেই ব্যক্তিকে গড়ে তুলতে আধুনিক শিল্প

সমাজকে কার্যতঃ মৃত্যুর পরোয়ানা দেখিয়ে বাধ্য করে।"

শিল্প বিকাশের ব্যাপকতা প্রসারের জন্য এই ধরনের মানুষই দরকার, কিন্তু পুঁজিবাদী শোষণ তাদের গলা টিপে ধরে। কারণ মজুরি-দাস হিসেবে নয়, শিল্প-মালিক হিসেবেই ঐ প্রকার মানুষের সমৃদ্ধি ঘটতে পারে।

সমাজতন্ত্রেই শ্রমবিভাজনের কাছে ব্যক্তির বশ্যতা দূর করে চৌখস ব্যক্তি সৃষ্টির প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে। একমাত্র এইসব মানুষই সাম্যবাদের নতুন নতুন বিরাট উৎপাদিকা শক্তিগুলির স্রষ্টা। এইভাবেই আবার সমাজতন্ত্র হয়ে ওঠে সাম্যবাদের প্রথম পর্ব। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনেই সাম্যবাদী সমাজের নতুন মানুষ সৃষ্টি হতে থাকে।

❑ নগর ও পল্লী অঞ্চলের মধ্যে এবং মানসিক ও দৈহিক শ্রমের মধ্যে পার্থক্যের অবসান

নগর ও পল্লী অঞ্চলের এবং মানসিক ও দৈহিক শ্রমের পৃথকীকরণ শ্রমবিভাগের সবচেয়ে পুরনো তো বটেই, সবচেয়ে ব্যাপক ফলও বটে।

পুঁজিবাদী সমাজে এর ফলে গভীর প্রতিনয় (বিরোধ) সঞ্চারিত হয়। শিল্প, বাণিজ্য ও ঋণ ব্যবস্থার বিকাশের ফলে গ্রামাঞ্চল ধ্বংস ও সর্বস্বান্ত হয়। মানসিক শ্রম দৈহিক শ্রমের বিরোধী হয়ে ওঠে। মানসিক শ্রম প্রধানতঃ শোষকশ্রেণির প্রতিনিধিসম প্রবর গোষ্ঠীর দায়িত্ব এবং তাদের কাজই হল কায়িক শ্রমের কর্মীকে পদানত করা ও শোষণ করায় সাহায্য করা। পল্লী -গ্রামের কাজ হল নগরের ভার বহন করা, তাকে চালু রাখা, আর কায়িক শ্রমিকের কাজ মানসিক শ্রমিকের ভরণপোষণ করা। এই প্রতিনয়ের ভিত্তি হল এই যে, নগর শোষণ করে গ্রামাঞ্চলকে আর মানসিক শ্রমিক শোষণ করে কায়িক শ্রমিককে। এর মাধ্যমে তাই স্বার্থের বিরোধ প্রকাশিত হয়।

শহর ও গ্রামের এবং মানসিক ও কায়িক শ্রমের এই প্রতিনয়কে সমাজতন্ত্রে জয় করা হয়। কেননা, সমগ্র উৎপাদনকে যখন সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে দাঁড় করানো হয়, তখন আর শহর ও গ্রামের মধ্যে বা মানসিক ও দৈহিক শ্রমের মধ্যে কোন স্বার্থের বিরোধ থাকে না। বরং বিপরীতপক্ষে, কৃষির উন্নতিতে শিল্প সাহায্য করে এবং শহর ও গ্রাম সহযোগিতা করে। অনুরূপভাবে বুদ্ধিজীবীরাও আর প্রধানতঃ শোষকদের প্রতিনিধি থাকেন না, শ্রমজীবী জনগণ থেকেই তাঁরা আসেন

এবং সমগ্র জনগণকেই তাঁরা সেবা করেন।

তবে এও ঠিক যে, নগর ও পল্লীর এবং মানসিক ও কায়িক শ্রমের পৃথকীকরণের ফলাফলগুলি অনেক দিন ধরে থেকে যায় এবং তারা তা থাকবেও। তারা আর প্রতিনয় হিসেবে নয়, মৌলিক পার্থক্য হিসেবে থাকে। কারণ, এখনো পর্যন্ত এবং আরো অনেক দিন গ্রাম শহরের তুলনায় অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পিছিয়ে আছে এবং থাকবে এবং এটাও ঠিক যে, শ্রমজীবী জনগণ থেকে নেওয়া হলেও এবং তাদের নিকটতর হলেও বুদ্ধিজীবীরা এখনও পর্যন্ত কায়িক শ্রমিকদের থেকে পৃথক একটি গোষ্ঠী হিসেবেই বিচরণ করে। তারা যা করে, ওরা তা করতে পারে না, আবার ওরা যা করে, তারা তা করতে পারে না।

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ওই মৌল পার্থক্যগুলি ক্রমশঃ দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। অবশ্য তার মানে এই নয় যে নগর ও পল্লীর এবং মানসিক ও দৈহিক শ্রমের সমস্ত পার্থক্য বিদূরিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই, পল্লী অঞ্চল থেকে শহর অন্যরকম এবং মাথার কাজ হাতের কাজ থেকে আলাদা— ঠিক যেমন, মাঠ থেকে বন পৃথক অথবা লেদ্ চালানো থেকে বাস চালানো আলাদা। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের সুযোগ- সুবিধাগুলিকে যখন শহরাঞ্চলের সমান পর্যায়ে তুলে আনা হয় (এবং সেই সাথে শহর থেকেও যেমন জঞ্জাল ও ভীড়াধিক্য দূর করা হয়,) কৃষি যখন শিল্পের মতই উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করে, এবং অনুরূপভাবে সমস্ত শ্রমিকের মান যখন ইঞ্জিনীয়ার, টেক্‌নিসিয়ান্ ও বৈজ্ঞানিকদের সমপর্যায়ে উন্নীত করা হয় যাতে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী আলাদা কোন বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব না থাকে, তখন মৌল পার্থক্যগুলি শূন্যে মিলিয়ে যায়।

সাম্যবাদের প্রথম পর্ব সমাজতন্ত্রেই এই গোটা প্রক্রিয়াটি ধীরে ধীরে সম্পন্ন করা হয়। আরো উন্নত পর্ব এর সমাপ্তি টানে। অর্থাৎ তখন শ্রম বিভাজনের কাছে মানুষের অধীনতা, শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যেকার মৌল পার্থক্যগুলি, এবং কায়িক ও মানসিক শ্রমের মধ্যেকার মৌল পার্থক্যগুলি ইত্যাদির অবসান ঘটে।

এর মানে দাঁড়াল এই যে, যেখানে প্রত্যেকে তার প্রয়োজন চরিতার্থ করে, যেখানে শ্রমই জীবনের প্রধান চাহিদা, আর যেখানে শ্রমবিভাজনের কাছে মানুষের সমস্ত অধীনতার অবসান ঘটে সেই সাম্যবাদী সমাজেই প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষমতা ও যোগ্যতার পরিপূর্ণ অবাধ বিকাশের উপযোগী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সমাজ আর

কখনো ব্যক্তির বিকাশের সীমা বেঁধে দেয় না, এরকম বা ওরকম যে ধাঁচে সমাজকে সে সেবা করবে সেভাবে গড়ে উঠতে তাকে আর বাধ্য করা হয় না। বিপরীতপক্ষে সমাজবিকাশের জন্যই প্রতিটি মানুষের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রয়োজন এবং সমাজের বিকাশ সেটাই করতে সাহায্য করে। সংক্ষেপে, মার্কস- এঙ্গেলসের ভাষায়, " আমরা এমন একটি সংঘ গড়ে তুলব যেখানে প্রত্যেকের স্বাধীন বিকাশ সকলের স্বাধীন বিকাশের শর্ত হয়ে উঠবে।"

❑ সম্পত্তির বিভিন্ন রূপ ও শ্রেণি পার্থক্য থেকে সমগ্র জনগণের একক সংঘ পর্যন্ত

(৪) চতুর্থ এবং শেষ যে বিষয়ে সমাজতন্ত্র তার সংক্রমণগত চরিত্র ফুটিয়ে তোলে তা হল সম্পত্তির বিভিন্ন রূপ ও বিভিন্ন শ্রেণির অব্যাহত অস্তিত্ব।

মানুষের ওপর মানুষের শোষণের সমস্ত ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র সমস্ত শোষকশ্রেণি এবং সেই সঙ্গে সমস্ত শ্রেণি- বৈরিতারও অবসান ঘটায়। সাধারণভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক ও কৃষক এই দুটি শ্রেণি বর্তমান থাকে এবং সেই শ্রেণি-পার্থক্য অব্যাহত থাকা এই ঘটনারই আর একটি ফল যে, সমাজতন্ত্রের গায়ে " যে পুরনো সমাজের গর্ভে তার জন্ম তার জন্মরেখা এখনো অটুট থাকে।"

পুঁজিবাদী বিকাশের সামাজিক প্রবণতাই হল ব্যক্তি-উৎপাদককে সর্বস্বান্ত করা, উৎপাদন-উপকরণের মালিকানা থেকে তাদের বঞ্চিত করা এবং মজুরি-শ্রমিকে তাদের পরিণত করা, যখন আবার একই সময়ে অল্প সংখ্যক খুবই বড় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের হাতে আরো বেশি করে পুঁজি কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। ক্ষমতা অর্জনের পর সমাজতন্ত্রের দিকে যাত্রাপথে শ্রমিকশ্রেণির প্রথম কাজই হল বড় বড় পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলি অধিগ্রহণ করা, তাদের সম্পত্তিকে জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত করা।

ব্রিটেনে কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই পুঁজিবাদ ব্যক্তি-উৎপাদককে সম্পত্তিহারা করে। সেখানে পুঁজিবাদী শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী কৃষিও বর্তমান। কিন্তু অনান্য অনেক দেশে যেখানে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে অথবা পুঁজিবাদ যেখানে অনুপ্রবেশ করেছে, কৃষিতে পুঁজিবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য থাকলেও সেই সব দেশে

কৃষি মূলতঃ চাষী-অর্থনীতিই থেকে গেছে, সেখানে মজুরি- শ্রমিকের পরিবর্তে ছোট ছোট জোতের মালিক কৃষকরাই কৃষি উৎপাদনের বেশির ভাগ পরিচালনা করে।

এই সব পরিস্থিতিতে আমরা কি এ প্রস্তাব রাখতে পারি যে, কেবলমাত্র পুঁজিপতিদের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে তাকে জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত করা নয়, এবং কেবলমাত্র জমিদারদের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা নয়, কৃষকদের সম্পত্তিও অধিগৃহীত হবে।

পুঁজিপতি ও জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যাপক কৃষক সাধারণের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণির মৈত্রী স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এঙ্গেলস্ বহুদিন আগেই এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি লেখেন :

" আমরা যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হব তখন ছোট চাষীদের জোর করে সম্পত্তিহীন করার কথা চিন্তাও করব না।... ছোট চাষীদের সম্পর্কে আমাদের কাজ হবে.... তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে সমবায়িক উদ্যোগ ও সম্পত্তিতে উত্তরণ ঘটানো, তবে জোর করে নয়, উদাহরণ সহযোগে ও ঐ উদ্দেশ্যে সামাজিক সাহায্যের প্রস্তাব পেশ করে।"

ফলতঃ যেখানে কৃষকশ্রেণি ও কৃষক মালিকের অস্তিত্ব আছে সেখানে গ্রামাঞ্চলে সমাজতন্ত্র গড়ার কাজের মধ্যে পড়ে (ক) জমিদারদের সম্পত্তিচ্যুত করা, (খ) পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে চাষ ও মজুরি -শ্রমিক শোষণের অবসান ঘটানো (অর্থাৎ 'কুলাক্‌দের নির্মূলকরণ'); এবং (গ) ছোট কৃষি জোতকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত না করে ক্ষুদ্রায়তন ব্যক্তিগত কৃষি উৎপাদনকে বৃহদায়তন সমবায় মূলক উৎপাদনে এবং ব্যক্তি কৃষকের সম্পত্তিকে সমবায় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা।

পরিণামস্বরূপ (ক) দুই ধরণের সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির উদ্ভব হয়েছে। 'সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি.... হয় রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির রূপে আছে (এটি সমগ্র জনগণের) অথবা সমবায় বা যৌথ খামারের সম্পত্তির রূপে আছে (যৌথ খামারগুলির সম্পত্তি, সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পত্তি)।"

এই দুটিই সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির রূপ, কারণ এই উভয় ধরণের সম্পত্তির মাধ্যমেই সংঘবদ্ধ উৎপাদকেরা উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর যৌথ মালিকানা

প্রতিষ্ঠা করে, উৎপন্ন -সামগ্রী বিলি- বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করে, শোষকদের বদলে নিজেদের জন্যই করে এবং তাদের কাজ অনুযায়ী প্রাপ্য পেয়ে থাকে।

এই দুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল রাষ্ট্রীয় বা সরকারি উদ্যোগ, যা সমগ্র জনগণের এবং সমবায়িক উদ্যোগ, যার মালিক বিশেষ কোনও গোষ্ঠী, এদের মধ্যেকার পার্থক্য।

(খ) সম্পত্তির এই দুটি রূপের আনুষঙ্গিক দুটি শ্রেণিও বর্তমান থাকে— সমগ্র জনগণের মালিকানাধীন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগসমূহে কর্মরত শ্রমিকরা, এবং সমবায়িক উদ্যোগসমূহের যৌথ মালিক কৃষকরা।

এরা কিন্তু নতুন শ্রেণি, সমাজতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণি। সমাজতান্ত্রিক শ্রমিকশ্রেণি একটি নতুন শ্রমিকশ্রেণি— এই শ্রেণি উৎপাদনের উপকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন সেই প্রলেতারিয়েত নয় যে পুঁজিপতির কাছে তার শ্রমশক্তি বিক্রি করে, এ হল সেই শ্রমিকশ্রেণি যে "উৎপাদনের উপকরণ ও যন্ত্রপাতি থেকে বিচ্ছিন্ন তো নয়ই, বরং সমগ্র জনগণের সঙ্গে যৌথভাবে ওগুলির মালিক।" আবার সমাজতান্ত্রিক কৃষকেরাও জমিদার ও দালালদের থেকে মুক্ত এক নতুন ধরনের কৃষক, যে " তার কাজ ও সম্পদের জন্য ব্যক্তিগত শ্রম ও অনগ্রসর প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে যৌথ শ্রম ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির ওপর।"

অতএব, যে ব্যক্তিরা বা তাদের যে সন্তানাদি পুরনো শ্রমিকশ্রেণি বা কৃষক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিল, সেই একই ব্যক্তিরা বা তাদের ছেলেমেয়েরা নতুন শ্রমিকশ্রেণি বা কৃষক সম্প্রদায় গঠন করলেও এরা হল নতুন শ্রেণি, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন- সম্পর্ক থেকে যাদের জন্ম এবং যারা পুরনো উৎপাদন- সম্পর্ক বিসর্জনের সঙ্গে পুরনো যে শ্রেণিগুলি বিসর্জিত হয় তাদের জায়গা নেয়।

এরা বৈরীভাবাপন্ন শ্রেণি নয়, বন্ধু শ্রেণি। কেউ কাউকে শোষণ করে না, বরং প্রত্যেকের সমান উপকারের জন্য অর্থনৈতিক কাজকর্মের বিনিময়ে লিপ্ত হয়।

এই সঙ্গে আবার এটাও সত্যি যে, শ্রমিকরাই হল নেতৃত্বকারী শ্রেণি। সমাজতন্ত্র গড়ার কাজে তারাই চূড়ান্ত ও নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করে। কারণ, তাদের শ্রেণিগত অবস্থানের জন্য শ্রমিকরাই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রধান শক্তি ছিল, কারণ, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখব, যাকে বলা হয় সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির উন্নত রূপ, যথা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, তার সঙ্গে তারা যুক্ত।

রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির পাশাপাশি সমবায়িক সম্পত্তির অস্তিত্ব এবং তার ফলস্বরূপ দুটি শ্রেণির অস্তিত্ব যেমন সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশ সহজতর করে তোলে, তেমনি সাম্যবাদের উচ্চতর পর্বে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন সম্পত্তির একমাত্র রূপের অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির উদ্ভব এবং তার ফলস্বরূপ সমস্ত শ্রেণি পার্থক্যের অবসান।

মার্কস- এঙ্গেলস্ যে কথা বলেছিলেন, 'প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী'— এই সাম্যবাদী নীতি এটা ধরে নেয় যে, "সমগ্র জাতির এক বিশাল সংঘের হাতে সমস্ত উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হয়েছে, " এবং সেই সংঘ জনগণের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন কর্মকাণ্ডের সমস্ত শাখা-প্রশাখার পরিকল্পনা করবে। অনুরূপভাবে, ঐ একই "বিশাল সংঘ" সমগ্র সামাজিক উৎপন্ন বিলি-বন্দোবস্তের দায়িত্বে থাকবে, যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী তার ভাগ- বাঁটোয়ারা করা সম্ভব হয়। কিন্তু তার জন্য এটাও অপরিহার্য যে রাষ্ট্রীয় উৎপাদন ও সমবায়িক উৎপাদন একটি সমগ্রের মধ্যে অবশ্যই মিলিত হবে। সাম্যবাদী সমাজ হল শ্রেণিহীন সমাজ যেখানে একটি মাত্র সামাজিক উৎপাদনের সংগঠনে সকলে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী সমানভাবে অংশগ্রহণ করে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সমানভাবে পায়।

❑ সাম্যবাদে উত্তরণের ক্ষেত্রে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন- সম্পর্কের দ্বন্দ্ব— পণ্য উৎপাদনের অবসান

একথাই তাহলে বলতে হয় যে, সাম্যবাদের প্রাথমিক পর্ব থেকে উচ্চতর পর্বে উত্তরণের ক্ষেত্রে উৎপাদন- সম্পর্কের অর্থাৎ সম্পত্তির রূপের পরিবর্তন অপরিহার্য। কারণ এই উত্তরণে দু'ধরনের সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি থেকে একটি মাত্র রূপের দিকে পরিবর্তনের প্রশ্নটি জড়িত।

সুক্ষ্মভাবে বলতে গেলে এ ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন এই কারণে যে, উৎপাদন- সম্পর্ককে উৎপাদন শক্তির অনুযায়ী করা দরকার। কেননা, সমাজতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদন শক্তি যখন বাড়তে থাকে তখন সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির এই দুটি রূপের বিভক্তির ফলে ঐ শক্তির আরো বৃদ্ধি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অবশেষে উৎপাদন বিকাশের ওপর তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

গোষ্ঠীগত ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির এবং সমবায়িক বা যৌথ খামারভুক্ত কৃষি

ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পের সহাবস্থান কার্যত এই অর্থই বহন করে যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের দুইটি বিভাগ সহাবস্থান করে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অংশে সমগ্র জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী সহকারী কর্তৃপক্ষ উৎপাদন পরিচালনা করে ও উৎপন্নের বিলি- বন্দোবস্ত করে। অন্যপক্ষে, গোষ্ঠী বিভাগে কোন একটি গোষ্ঠী উৎপাদন পরিচালনা করে ও উৎপন্নের বিলি- বন্দোবস্ত করে।

শুরুতে এরই ভিত্তিতে সমাজতন্ত্র অগ্রসর হয়। শ্রমিকশ্রেণি কৃষকদের তাদের উদ্যোগকে যৌথ রূপ দিতে ও সমাজতান্ত্রিক যৌথ খামারভুক্ত কৃষিব্যবস্থা গড়ে তুলতে বুঝিয়ে- সুজিয়ে রাজি করে। যেসব দেশে একটি বড় কৃষকশ্রেণি বর্তমান সেসব দেশে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন বিকাশের এটাই প্রয়োজনীয় ভিত্তি এবং যতদিন পর্যন্ত না গোষ্ঠীগত বা সমবায়িক উৎপাদনের সকল সম্ভাবনাকে যথাসাধ্য বাড়ানো যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই ভিত্তিতেই সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন বিকশিত করতে হবে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা সময় আসে, যখন রাষ্ট্রীয় ও সমবায়িক উৎপাদনের এই দুই বিভাগের সহাবস্থান উৎপাদনের আরো বিকাশে বাধা দিতে শুরু করে। এটা কেন হয়? সমস্যাটির দুটি দিক আছে।

(১) প্রথমতঃ উৎপাদনের দুটি বিভাগের সহাবস্থানের সঙ্গে পণ্য হিসেবে ভোগের সামগ্রী উৎপাদন, অর্থাৎ যে কোন ক্রেতার কাছে বাজারে বিক্রির জন্য উৎপাদন অব্যাহত রাখার বিষয়টি জড়িত। সমাজতন্ত্রে একমাত্র বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য উৎপাদনের সময় ছাড়া শ্রমশক্তি ও উৎপাদনের উপকরণগুলি আর পণ্য হিসেবে থাকে না। কিন্তু ভোগ্যসামগ্রী পণ্য হিসেবে উৎপাদিত হতে পারে এবং তা হয়ও যতদিন ঐসব পণ্যের বাজার সৃষ্টির উপযোগী শর্তগুলি টিকে থাকে।

এই শর্তগুলি হল শিল্পে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি কৃষিতে গোষ্ঠী বা সমবায়িক উদ্যোগের সহাবস্থান। কারণ গোষ্ঠী উদ্যোগসমূহে উৎপন্ন দ্রব্যের ওপর সমগ্র সমাজের কোন অধিকার নেই বা তার বিলি-বন্দোবস্তের দায়িত্বও সমাজের নয়, বরং গোষ্ঠীই তার মালিক এবং গোষ্ঠীই তার বিলি-বন্দোবস্ত করে। সুতরাং পণ্য হিসেবে বিক্রি করে উৎপন্নসামগ্রীর বিলি- বন্দোবস্ত করার ব্যবস্থা করা

এবং প্রতিদান হিসেবে পণ্য রূপেই অন্যান্য সামগ্রী কেনা ছাড়া গোষ্ঠী আর কীই বা করতে পারে। স্তালিন লিখেছেন :

" এই পর্যায়ে শহর ও গ্রামের মধ্যে, শিল্প ও কৃষির মধ্যে অর্থনৈতিক বন্ধনকে সুনিশ্চিত করতে হলে একটি নির্দিষ্ট পর্ব ব্যাপী পণ্য উৎপাদন (ক্রয় ও বিক্রয়ের মাধ্যমে বিনিময়) বজায় রাখা উচিত, কারণ এটাই শহরের সঙ্গে অর্থনৈতিক বন্ধনের একমাত্র রূপ যা কৃষকদের কাছে গ্রহণযোগ্য। .... বর্তমানে পণ্য সম্পর্ক— ক্রয় ও বিক্রয়ের মাধ্যমে বিনিময় ছাড়া শহরের সঙ্গে আর কোনও প্রকার সম্পর্কই যৌথ খামারগুলি স্বীকার করবে না।"

এ থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে, "উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত শ্রমশক্তির ক্ষতিপূরণ দিতে হলে যে ভোগ্য সামগ্রী প্রয়োজন" সেগুলির উৎপাদন ও পণ্য হিসেবে বিক্রির ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে।

যতদিন পর্যন্ত বণ্টনের নীতি হিসেবে " প্রত্যেককে তার কাজ অনুযায়ী" এই সমাজতান্ত্রিক নীতি চালু থাকবে ততদিন ভোগ্যসামগ্রী বণ্টনের এই পদ্ধতি সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রচলিত থাকবে। কিন্তু যে বিন্দুতে প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপন্নসামগ্রী বণ্টন করা যায় উৎপাদন যখন সেই বিন্দুর দিকে অগ্রসর হয়, তখন থেকেই পণ্য হিসেবে দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদনের আনুষঙ্গিক বণ্টন-রূপ আর উৎপাদনের চাহিদার অনুগামী হয় না। তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তখন যেটা দরকার তা এই নয় যে, " উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত শ্রমশক্তির ক্ষতিপূরণ দেবার জন্য" বাজারে ভোগ্য দ্রব্য কেনার ক্ষমতা জনগণের থাকা উচিত, দরকার হল এই যে, প্রয়োজন অনুসারে বণ্টনের জন্য সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য সমাজের হেফাজতে থাকবে।

অতএব, "সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে সম্ভাব্য উত্তরণের সঙ্গে পণ্য চলাচল একেবারেই বেমানান।..... সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপন্ন-বণ্টনের সাম্যবাদী নীতি সমস্ত প্রকার পণ্য বিনিময় এবং সেই কারণেই উৎপন্ন সামগ্রীর পণ্যে রূপান্তরকে বর্জন করে।"

সুতরাং এই পর্যায়ে যে ব্যবস্থায় গোষ্ঠী ও সমবায়িক উদ্যোগসমূহ এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলি সহাবস্থান করে,তাদের উৎপন্নসামগ্রীর বিলি- বন্দোবস্ত করে এবং পণ্য হিসেবে বিক্রি করে, সেই ব্যবস্থাকে এমন এক ব্যবস্থার জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হবে যেখানে সমস্ত উৎপন্নের বিলি-বন্দোবস্ত করবে সমগ্র জনগণের

একটি বিশাল সংঘ।

(২) দ্বিতীয়তঃ শিল্পে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগের পাশাপাশি কৃষিতে গোষ্ঠী বা সমবায়িক উদ্যোগের সহাবস্থানের ফলে সমগ্র উৎপাদনকে তখনও পর্যন্ত একটিমাত্র সামাজিক- অর্থনৈতিক কেন্দ্রের দ্বারা পরিচালিত করা যায় না, যে প্রত্যক্ষভাবে গোটা উৎপাদনের পরিকল্পনা করবে। বিপরীতপক্ষে, দানের মাধ্যমে কৃষকদেরকে উপযুক্ত অর্থনৈতিক উৎসাহ প্রদান করে সমবায়িক কৃষি উৎপাদনের বিশেষ আয়তন ও পরিচালনাকে উৎসাহদানের মত পরোক্ষ পদ্ধতির সাহায্যে উৎপাদন পরিচালনা করতে হবে।

পুনরায় এই কারণেই উৎপাদন যখন প্রাচুর্যের পর্যায়ে উপনীত হয়, তার সঙ্গে সমতা বজায় রাখতে প্রথমে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনকে বাড়াতে যা সাহায্য করেছিল সেই সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির দুটি রূপ ও দুটি উৎপাদনের বিভাগ-সংক্রান্ত ব্যবস্থা অবশেষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। স্তালিন লিখেছেন :

" এই সমস্ত উৎপাদনগুলি যে ইতিমধ্যেই আমাদের উৎপাদিকাশক্তিগুলির শক্তিশালী বিকাশকে বাধা দিতে শুরু করেছে তা না দেখাটা অমার্জনীয় অন্ধতার সামিল হবে, কারণ গোটা জাতীয় অর্থনীতিতে, বিশেষ করে কৃষিতে, সরকারি পরিকল্পনার পূর্ণ বিস্তারের পথে তারা বাধা সৃষ্টি করে।"

ঘটনাচক্রে যা দরকার তা হল এই যে, সমস্ত প্রয়োজন চরিতার্থ করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমগ্র জনগণের একটি বিশাল সংঘকে উৎপাদনের সকল শাখা-প্রশাখাকে একটিমাত্র উৎপাদন-ব্যবস্থা হিসেবে পরিচালনা করতে হবে।

এই কারণেই স্তালিন গুরুত্ব সহকারে বলতেন যে, এটা ভাবা ভুল যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবার পর উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে আর কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। বরং বিপরীতপক্ষে, ওরকম দ্বন্দ্ব ঠিকই বর্তমান থাকে, আর তার সমাধান করতে হলে উৎপাদন- সম্পর্কে আরো পরিবর্তন আনতে হবে, সমস্ত সম্পত্তিকে সমগ্র সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত করতে হবে। এর নাম সাম্যবাদ। তিনি আরো বলেছেন, এটাই " হবে এক ধরনের অর্থনীতি, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে অন্য এক উন্নত ধরনের অর্থনীতিতে, সাম্যবাদী অর্থনীতিতে আমূল উত্তরণ।" কিন্তু অতীতের আমূল উত্তরণগুলি থেকে এই

উত্তরণ আলাদা। ধীরে ধীরে, হিংসা ব্যতিরেকে এবং সামাজিক ঐকমত্যের সাহায্যেই এই উত্তরণ সম্ভব হয়। কারণ, বৈরী শ্রেণিগুলি আর নেই, আর সেইজন্যই এই উত্তরণ সমানভাবে সমাজের সকল সদস্যের স্বার্থসম্মত হয়ে ওঠে।

অতএব সাম্যবাদের প্রথম পর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজে ভোগ্য সামগ্রী তখনও পর্যন্ত পণ্য হিসেবে উৎপাদন করা গেলেও, বস্তুতঃ তা করতে বাধ্য হলেও, সাম্যবাদের উচ্চতর পর্যায়ে পণ্য হিসেবে তাদের উৎপাদন অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। অনুরূপভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির পাশাপাশি গোষ্ঠী বা সমবায়িক সম্পত্তি থাকতে পারে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পের পাশাপাশি যৌথ খামারভুক্ত উৎপাদন- বিভাগ থাকতে পারে এবং পরিণতিস্বরূপ শ্রমিক ও কৃষক এই দুটি শ্রেণিও থাকতে পারে। কিন্তু সাম্যবাদী সমাজে থাকবে কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ও সর্বাত্মক একটি মাত্র উৎপাদন- সংঘ, এবং কোন শ্রেণিই সেখানে থাকবে না।

সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক স্তরে দুই ধরনের সম্পত্তির বা দুটি শ্রেণির অস্তিত্ব কি সবসময়েই আবশ্যিক? সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণে শেষ পর্যন্ত এবং সবসময়েই কি সম্পত্তি- সম্পর্কের পরিবর্তন হবে?

না,যেখানে "পুঁজিবাদ ও উৎপাদনের কেন্দ্রীকরণ শিল্পে ও কৃষিতে এতদূর এগিয়েছে যে দেশের সমস্ত উৎপাদনের উপকরণগুলিকে অধিগ্রহণ করা ও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে তাদের রূপান্তরিত করা সম্ভব"— অর্থাৎ, পুঁজিবাদী শোষণ অবসানের পর যেখানে রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীগত সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি প্রতিষ্ঠা করার কোনও প্রয়োজন থাকে না— সেখানে দুই ধরনের সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির অস্তিত্বের কথা ওঠে না, আর তাই সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আরও আমূল পরিবর্তন দরকার হয় না।

ব্রিটেনের ক্ষেত্রে এরকম হতে পারে। এই কারণেই সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদ উত্তরণের এই যে পর্ব অন্যান্য দেশকে অতিক্রম করতে হয় ব্রিটেনকে হয়ত তা নাও করতে হতে পারে।

❑ সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের শর্তাবলী

এসবের ভিত্তিতে স্তালিন এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, " সাম্যবাদের দিকে

প্রকৃত উত্তরণের পথ প্রস্তুত করতে হলে অন্ততঃপক্ষে তিনটি প্রধান প্রাথমিক শর্তপূরণ করতে হবে।"

সংক্ষেপে যা করতে হবে তা হল ঃ(১) উৎপাদন বাড়িয়ে এমন স্তরে নেওয়া যেখানে সবার চাহিদা সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা যায়, (২) গোটা উৎপাদন ব্যবস্থা ও যাবতীয় উৎপন্ন সামগ্রী সমগ্র জনগণের বিশাল একটি সংঘের হাতে কেন্দ্রীভূত করা, এবং (৩) শ্রমকে জীবনের প্রধান চাহিদা করে তুলবার উপযোগী পরিস্থিতি রচনা করা ও শ্রমবিভাজনের কাছে মানুষের সমস্ত প্রকার বশ্যতার অবসান করা।

যখন সর্বপ্রথম প্রত্যেকের প্রয়োজন মেটানো এবং প্রত্যেকের ক্ষমতা ও যোগ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটানো শুরু করা সম্ভব হবে সেই সাম্যবাদের দিকে অগ্রগতির উপযোগী শর্তাবলী ধীরে ধীরে আয়ত্ত করার ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক স্তরে সমাজকেই দায়িত্ব নিয়ে করতে হবে।

(১) প্রথম শর্ত হল সামাজিক উৎপাদনের সমস্ত বিভাগে অবিরাম উৎপাদন বৃদ্ধি যার ফলে অবশেষে কেবলমাত্র প্রাচুর্য নয়, পরম প্রাচুর্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়। স্তালিন গুরুত্ব দিয়ে বলেন, এই বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন " উৎপাদন - উপকরণের উৎপাদন বৃদ্ধির অপেক্ষাকৃত উচ্চহার", যাতে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা যায়।

(২) দ্বিতীয় শর্ত হল " ক্রম- উত্তরণের সাহায্যে পণ্য চলাচলের বদলে এমন এক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা... যার অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার অথবা অন্য কোন সামাজিক - অর্থনৈতিক কেন্দ্র সমাজের স্বার্থে সামাজিক উৎপাদনের পুরো উৎপন্ন নিয়ন্ত্রণ করে।"

যেখানে কেবল রাষ্ট্রীয় খামারের নয় যৌথ খামারেরও (সমবায়িক ও গোষ্ঠীরও) সম্পত্তি বর্তমান, সেখানে এর অর্থ দাঁড়ায় "যৌথ খামারের সম্পত্তিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির স্তরে উন্নীত করা।"স্তালিন তাই প্রস্তাব করেছিলেন, এই অবস্থা অর্জন করতে গেলে ধীরে ধীরে , ধাপে ধাপে, "বিশেষ কোন ব্যস্ততার মধ্যে না গিয়ে"' এমন এক অবস্থা কায়েম করতে হবে যেখানে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে এবং অবশেষে কৃষি উৎপাদনের বাজারে বিক্রয়যোগ্য সমস্ত উৎপন্নকে একটি

কেন্দ্রীয় প্রাধিকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা যায়, যে একই সঙ্গে কৃষকদের প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্য সরবরাহ করবে। এই ভাবে বাজেয়াপ্তকরণ বা অনুরূপ কঠোর ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই অন্তিমে এমন এক অবস্থায় উপনীত হওয়া যাবে যেখানে সামাজিক উৎপাদনের একটিমাত্র সংগঠনে কৃষক ও শিল্প শ্রমিক একইরকমভাবে অংশগ্রহণ করবে।

(৩) তৃতীয় শর্ত হল " সমাজের এমন সাংস্কৃতিক অগ্রগতি আনা যাতে সমাজভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা ও যোগ্যতার সর্বাত্মক বিকাশের ব্যবস্থা হয়, যার ফলে সমাজবিকাশের সক্রিয় কর্মী হিসেবে এবং স্বাধীনভাবে নিজস্ব বৃত্তি বাছাই করার অধিকারী হিসেবে--- প্রচলিত শ্রম বিভাজনের ফলে সারা জীবন ধরে কোন একটি বৃত্তিতে বাঁধা থাকতে না হয় এমন ব্যবস্থার জন্য — যথেষ্ট ও উপযুক্ত শিক্ষা তারা পায়।"

এটা করতে হলে ঃ

(ক) 'কম করে হলেও ছ' ঘণ্টায় এবং পরবর্তীকালে পাঁচ ঘণ্টায় কাজের দিন কমিয়ে আনা দরকার। এটা দরকার এইজন্য যে, বহুমুখী শিক্ষালাভের উপযোগী ফাঁকা সময় সমাজের সদস্যদের তাহলে থাকতে পারে।"

মার্কস দেখিয়েছেন, অভাব মেটানোর জন্য উৎপাদন কর্মে মানুষকে সব সময়েই কিছুটা সময় ব্যয় করতে হয়। তিনি লিখেছেন, মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের যখন অবসান ঘটে " তখন ন্যূনতম শক্তিব্যয়ে সে এই কাজ সম্পন্ন করে এবং তা করে মানবপ্রকৃতির সবচেয়ে যোগ্য উপযুক্ত পরিবেশে। কিন্তু সব সময়ে তা প্রয়োজনের জগৎ হিসেবেই থাকে। এর পরে শুরু হয় মানবিক শক্তির বিকাশ, যা তার নিজস্ব লক্ষ্য সেই স্বাধীনতার জগৎ, যা অবশ্য একমাত্র প্রয়োজনের জগতের ভিত্তিতেই সমৃদ্ধশালী হতে পারে। শ্রমদিবসের সংকোচন হল তার মৌলিক প্রতিজ্ঞা।"

তাই শ্রমদিবসের সঙ্কোচন সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের একটি মৌলিক পদক্ষেপ এবং এমন একটি শর্ত যাকে বাদ দিয়ে মানুষের দৈহিক ও মানসিক সামর্থ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ অর্জন করা যায় না। মার্কস জোর দিয়েই বলেন, এই সর্বতোমুখী বিকাশ ' নিজেই নিজের লক্ষ্য"। উৎপাদনের অগ্রগতি হবে বলে

একে কামনা করা হয় না। বরং এরই বিকাশের জন্য উৎপাদনের প্রযুক্তিগত ও শ্রমদিবস সংকোচনের সম্ভাবনাকে কামনা করা হয়। " উৎপাদনের খাতিরে মানুষ উৎপাদন করে না, করে তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য।" একমাত্র তখনই "সমাজের চোখে কেবলমাত্র জীবনধারণের উপায় থেকে কাজ জীবনের প্রধান চাহিদায় রূপান্তরিত হবে।"

(খ) "বাধ্যতামূলক শিল্প ও কারিগরী শিক্ষা চালু করা প্রয়োজন।"

অর্থাৎ সমাজের সকল সদস্য যে বুনিয়াদী শিক্ষা পাবে তার অপরিহার্য উপাদান হিসেবে থাকবে সমাজের উৎপাদন- প্রযুক্তি সংক্রান্ত নীতিগুলি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা যাতে সহজেই " স্বাধীনভাবে তাদের বৃত্তি বা পেশা বেছে নিতে পারে এবং কারুকেই যাতে সারা জীবন একটিমাত্র বৃত্তি বা পেশায় আবদ্ধ থাকতে না হয়।" উপরন্তু, কেউই শুধু মুখস্থ করা কাজ আউড়ে যাবে না, বরং সকলেই হয়ে উঠবে উৎপাদন- প্রক্রিয়ার প্রভু। সত্যিকারের সৃজনশীল শ্রমের আনন্দের শর্তই হল তা।

(গ) "অনুরূপভাবে বাসস্থানের ব্যবস্থার মৌলিক উন্নতি হওয়া উচিত এবং মজুরি ও মাইনের প্রত্যক্ষ উন্নতির সাহায্যে বিশেষ করে ভোগ্য দ্রব্যের দাম আরো সুষ্ঠুভাবে কমিয়ে শ্রমিক- কর্মচারীর প্রকৃত মজুরি বেশি না হলেও অন্ততঃ পক্ষে দ্বিগুণ করা উচিত। "

মার্কস যেমন বলেছিলেন, বেঁচে থাকার জন্য বা কাজ করার জন্য "মানব প্রকৃতির পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত ও যোগ্য পরিবেশের অধীনে সকলকে কাজ করতে হবে।"

এই সমস্ত শর্ত পূরণ করা হলে পরেই:

" সাম্যবাদী সমাজের উন্নততর পর্যায়ে শ্রমবিভাগের কাছে ব্যক্তির দাস সুলভ বশ্যতা এবং তৎসহ মানসিক ও দৈহিক শ্রমের বিরোধিতাও দূর হবার পর; শ্রম কেবলমাত্র জীবনধারণের উপায় না হয়ে জীবনের প্রধান চাহিদা হয়ে ওঠার পর; ব্যক্তির সর্বতোমুখী উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদিকা শক্তিগুলিরও বৃদ্ধির পর এবং সমবায়মূলক সম্পত্তির ঝর্ণাধারা আরও প্রভূত পরিমাণে প্রবাহিত

হবার পর— একমাত্র তখনই বুর্জোয়া অধিকারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী সামগ্রিকভাবে অতিক্রম করা সম্ভব এবং একমাত্র তখনই সমাজ তার পতাকায় লিপিবদ্ধ করতে পারে : প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী।"

সারমর্মটি তাহলে এই যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজের লক্ষ্য হল সাম্যবাদ অর্জন করা। এর অর্থ হল, সামাজিক উৎপাদনের এত বিস্তারলাভ ঘটেছে যে সমাজের প্রতিটি সদস্যের সমস্ত প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে প্রচুর উৎপাদিত হচ্ছে; শ্রমবিভাগের কাছে ব্যক্তির বশ্যতার অবসান ঘটেছে এবং প্রতিটি ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তার মানসিক ও দৈহিক সামর্থ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে, জীবনকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় না হয়ে শ্রম জীবনের মুখ্য চাহিদা হয়ে ওঠে; সমাজের ভিত্তি হিসেবে গড়ে উঠেছে সামাজিক সম্পত্তি ; সমস্ত মানুষের জন্য জীবনের ও আনন্দের সমস্ত উপকরণের ব্যবস্থা করছে সমাজ।

সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের চালিকা শক্তি

সমাজতন্ত্র নির্মাণে এবং সাম্যবাদে উত্তরণে শ্রেণিসংগ্রাম অব্যাহত থাকে। প্রথমে পরাজিত শোষকশ্রেণিগুলিকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করতে শ্রমিক কৃষকরা লড়াই করে এবং তারপর অতীত শোষণের ফলাফল ও অবশিষ্টাংশকে নিশ্চিহ্ন করার সংগ্রাম তারা করে।

এই সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক উপরিসৌধের অন্তর্গত মতামত ও প্রতিষ্ঠানগুলি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। প্রাক্তন সমাজের উপরিসৌধ থেকে সমাজতান্ত্রিক উপরিসৌধের পার্থক্য এইখানে যে, (১) সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিকে গড়ে তোলার ও সংহত করার সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে (৩) শ্রমজীবী মানুষের ক্রমাগত ব্যাপক অংশগ্রহণের ভিত্তিতে, (৩) সাধারণ স্বার্থভিত্তিক সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার সাহায্যে এবং (৪) সমাজের উচ্চতর পর্যায় সাম্যবাদে উত্তরণ সহজতর করার লক্ষ্য নিয়ে সমাজতান্ত্রিক মত ও প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলা হয়।

শ্রমজীবী মানুষের ক্ষমতার সংগঠন হিসেবে রাষ্ট্র এবং তাদের অগ্রবর্তী সংগঠন হিসেবে পার্টি সমাজতন্ত্র গঠনে এবং সাম্যবাদে উত্তরণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

❑ সমাজ বিকাশের কেন্দ্রীয় বিধান

সমাজ বিকাশের সাধারণ বিধানকে মার্কস নিম্নলিখিতভাবে সূত্রায়িত করেনঃ

" মানুষ তার জীবনে সামাজিক উৎপাদনে এমন কতকগুলি ইচ্ছা- নিরপেক্ষ ও অপরিহার্য নির্দিষ্ট সম্পর্কে, উৎপাদন- সম্পর্কে আবদ্ধ হয় যা বৈষয়িক উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই সব উৎপাদন- সম্পর্কের সমষ্টি নিয়েই তৈরি হয় সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, বা প্রকৃত ভিত্তি, যার ওপর গড়ে ওঠে একটি আইনি ও রাজনৈতিক উপরিসৌধ

এবং সামাজিক চেতনার নির্দিষ্ট রূপগুলি যার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

" বৈষয়িক জীবন- উৎপাদন পদ্ধতি সাধারণভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানসিক জীবনের প্রক্রিয়াকে প্রয়োজনীয় অবস্থায় রূপায়িত করে। মানুষের চেতনা আর সত্তাকে নির্ধারণ করে না, কিন্তু বিপরীতপক্ষে, তার সামাজিক সত্তা নির্ধারণ করে তার চেতনাকে।

"বিকাশের নির্দিষ্ট পর্যায়ে সমাজের বৈষয়িক উৎপাদিকা শক্তিসমূহের সঙ্গে প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কগুলির অথবা— ঐ একই বস্তুর যা কিনা বৈধ প্রকাশ— এতদিন পর্যন্ত যার মধ্যে সেগুলি কার্যকর ছিল সেই সম্পত্তি-সম্পর্কের বিরোধ উপস্থিত হয়। উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের রূপ থেকে এই সম্পর্কগুলি তার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তখনই শুরু হয় সমাজ বিপ্লবের যুগ। অর্থনৈতিক ভিত্তি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশাল উপরিসৌধটিও কম-বশি তাড়াতাড়ি রূপান্তরিত হয়।....

" সমাজে যত রকমের উৎপাদনী শক্তি থাকতে পারে তাদের বিকাশের আগে কখনোই কোন সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে না, এবং পুরনো সমাজের গর্ভেই তাদের অস্তিত্বের বৈষয়িক শর্তাবলীর পূর্ণতাপ্রাপ্তির আগে কখনোই নতুন উন্নততর উৎপাদন- সম্পর্কগুলি দেখা দেয় না। সুতরাং মানুষ সর্বদা সেইসব কাজই হাতে নেয় যা সে সম্পন্ন করতে সক্ষম, যেহেতু বিষয়টিকে আরো খুঁটিয়ে দেখলে সব সময়েই এটা দেখা যাবে যে, একমাত্র যখন তার সমাধানের বৈষয়িক শর্তাবলী আগে থেকেই বর্তমান অথবা অন্ততঃ গঠনের পথে, তখনই শুধু কাজ নিজেই হাজির হয়।...

"সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার শেষ বিরোধাত্মক রূপ হল বুর্জোয়া উৎপাদন- সম্পর্ক — ব্যক্তিগত বৈরিতার অর্থে বিরোধাত্মক নয়, ব্যক্তি জীবনের সামাজিক পরিস্থিতি সঞ্জাত বৈরিতার অর্থে বিরোধাত্মক। আবার একই সময়ে বুর্জোয়া সমাজের গর্ভে বিকাশমান উৎপাদনী শক্তিগুলিই ঐ বৈরিতা সমাধানের বৈষয়িক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। অতএব এই সামাজিক গড়ন মানব সমাজের অতীত ইতিহাসের পরিসমাপ্তি টানে।"

মার্কসের এই বক্তব্যের মাঝেই অত্যন্ত সাধারণ ভাষায় হলেও কঠোর বৈজ্ঞানিক স্পষ্টতায় মানব সমাজের বিকাশের নিয়ামক বিধানগুলিকে সূত্রায়িত করা হয়েছে। সেইজন্যই বর্তমান কাল পর্যন্ত সামাজিক বিকাশকে বোঝার ক্ষেত্রে মার্কসের এই বক্তব্যগুলি অত্যন্ত সহায়ক। আবার ভবিষ্যতে সমাজ কিভাবে বিকশিত হবে, কিভাবেই বা সমাজপ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখা যাবে তা বুঝতে গেলেও এই বক্তব্যগুলির সাহায্য নিতে হবে।

এই প্রস্তাবগুলিতে মার্কস দেখিয়েছেন কিভাবে আদিম সাম্যবাদের ভাঙ্গনের পর থেকে উৎপাদন ব্যবস্থা " বিভিন্ন বিরোধাত্মক রূপ" গ্রহণ করে একটির পর একটি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করেছিল এবং কিভাবে প্রচলিত উৎপাদন- সম্পর্কগুলির সঙ্গে বিকাশমান উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিরোধ সৃষ্টির ফলে প্রতিটি বিপ্লব আবশ্যিক হয়ে পড়েছিল। এই সমগ্র বিকাশের চালিকা শক্তি হল শ্রেণিসংগ্রাম যা পরপর অনেকগুলি পর্ব অতিক্রম করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণির বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সবোর্চ্চ সীমায় পৌঁছয়। পুঁজিবাদী সম্পত্তি বিসর্জন দিয়ে এবং উপকরণে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে এই শ্রেণিসংগ্রাম সামাজিক বৈরিতামুক্ত শ্রেণিহীন সমাজে উত্তরণের পথ প্রস্তুত করে।

এর দ্বারা মার্কস এটাই প্রমাণ করলেন যে, শ্রেণিবিভক্ত ও শ্রেণিসংগ্রাম মাত্র একটি বিশেষ ঐতিহাসিক যুগেরই অন্তর্গত, এ যুগ প্রসব যন্ত্রণার সেই দীর্ঘ যুগ যাকে তিনি "মানব সমাজের প্রাক্ ইতিহাস" আখ্যা দিয়েছিলেন, সমাজতন্ত্রের বিজয় এই পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করে। সেই থেকে সমগ্র সামাজিক উৎপাদন আরও বেশি করে সচেতন সামাজিক নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সমাজবিকাশের নিয়মগুলি তাদের কার্যকারিতা বন্ধ করে দেয়।

উৎপাদন চালাতে গিয়ে মানুষকে যে উৎপাদন শক্তির চরিত্রানুগামী উৎপাদন- সম্পর্কে আবদ্ধ হতে হয়, তা তখনও সত্য থাকে।

মানুষের চেতনা যে তার সামাজিক সত্তা দ্বারা নির্ধারিত হয়, সে সত্যেরও ব্যত্যয় হয় না।

এ সত্য বজায় থাকে যে, উৎপাদন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন সামাজিক কাজেরও বিকাশ ঘটে।

কিন্তু শ্রেণিবিরোধ, সঙ্কট ও বিপর্যয়ের মাধ্যমে মানুষের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে নিজেদের প্রতিপত্তি সরবে ঘোষণা করার পরিবর্তে সমাজবিকাশের নিয়মাবলী আরও বেশি বেশি করে মানব- উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে সঙ্ঘবদ্ধ মানবতা কর্তৃক সচেতনভাবে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ মানুষ তার নিজস্ব সামাজিক গতিপথের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।

এই গতিপথ সে পরিচালনা করে তার নিজস্ব প্রয়োজন ও তার সামাজিক জীবনের প্রকৃত শর্তাবলী সম্পর্কিত জ্ঞান- কম্পাসের সাহায্যে।

এই অধ্যায়ে এবং পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজে বিকাশের নিয়মাবলী পর্যালোচনা করব। প্রথমে বিকাশ সম্ভব করে তোলার জন্য সক্রিয় চালিকা শক্তিগুলিকে অথবা মুখ্য নিমিত্তগুলিকে আলোচনা করব এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে বিকাশের পরিকল্পিত রূপ পর্যালোচনা করব। আমরা দেখব, শ্রমিক- কৃষকের শ্রেণিসংগ্রাম সমাজতন্ত্রের নির্মাণ ও সাম্যবাদে উত্তরণ সম্ভব করে তুলেছে এবং এও আমরা দেখব, সমগ্র সামাজিক উৎপাদন ক্রমাগত বেশি মাত্রায় সর্বসম্মত সামাজিক পরিকল্পনা মাফিক বিকশিত হয়।

❑ পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণে শ্রেণিসংগ্রামের নিয়ম

পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের মাধ্যমে শ্রেণিসংগ্রামের ওপর অবশেষে যবনিকা পড়ে। কারণ প্রথমে বৈরী শ্রেণিগুলির এবং তারপর অপরাপর সমস্ত শ্রেণিগুলির অবসান ঘটানো হয়। তবে শ্রেণিসংগ্রামকে ক্রমশঃ পরিত্যাগ করে, বৈরি শ্রেণিগুলির মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করে, আর শ্রেণিসংগ্রামের স্থানে শ্রেণিসহযোগিতাকে প্রতিষ্ঠিত করে এই লক্ষ্য অর্জিত হয় না। তার জন্য দরকার শেষ পর্যন্ত শ্রেণিসংগ্রামকে চালিত করা, অর্থাৎ শোষকদের ওপর শ্রমজীবী শ্রেণিগুলির এমন পূর্ণাঙ্গ ও চরম বিজয় অর্জন করা যাতে শ্রেণি হিসেবেই

শোষকদের বিলুপ্তি ঘটে যাতে কোন চিহ্ন পর্যন্ত তারা রেখে যেতে না পারে।

আমরা দেখেছি, শ্রমজীবী জনগণের সংখ্যাগুরুর নেতৃত্বে থেকে, সর্বশেষ শোষকশ্রেণি পুঁজিপতিশ্রেণির শাসন উচ্ছেদ করে শ্রমিকশ্রেণি কর্তৃক ক্ষমতা অধিগ্রহণই হল সমাজতান্ত্রিক বিজয়ের প্রথম ধাপ ও অপরিহার্য পূর্বশর্ত।

এরপর শ্রমিকশ্রেণি আর তার সহযোগীদের কাজ হল ধীরে ধীরে পুঁজিবাদী ও অন্যান্য সমস্ত প্রকারের শোষণকে নির্মূল করে সমগ্র উৎপাদনব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর স্থাপন করা। শ্রমিকশ্রেণির ক্ষমতা অর্জনের পরেও পুঁজিবাদী, এমন কি প্রাক্- পুঁজিবাদী অর্থনীতিও বেশ বড় আকারেই অবশ্যই থাকবে। কেননা, বড় বড় পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলির জাতীয়করণের পরও প্রায় সমস্ত দেশেই ছোট ছোট পুঁজিবাদী উদ্যোগের ও ছোট বহরে পণ্য- উৎপাদনের একটি বড় ক্ষেত্র থেকে যাবে যাকে বিনাবাক্য ব্যয়ে তৎক্ষণাৎ জাতীয়করণ করে নেওয়া যাবে না।

অতএব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আসছে একটি সংগ্রামী পর্ব যেখানে তিনটি প্রধান অর্থনৈতিক কর্তব্য পালন করতে হবে :

(১) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় শিল্পের সম্প্রসারণ;

(২) অবশিষ্ট পুঁজিবাদী উদ্যোগকে কড়া রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনা, প্রথমে তাদের সমাজ-হিতকর পথে পরিচালিত করা এবং তারপর ধীরে ধীরে তাদের নির্মূল করে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বা সমবায়িক উদ্যোগ সেই স্থানে বসানো।

(৩) ছোট উৎপাদকদের উৎপাদনের উন্নত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা এবং তারা যাতে তাদের উৎপাদন ও জীবনধারণের মান উন্নত করতে পারে সেজন্য ধীরে ধীরে সমবায়িক উৎপাদনে যোগ দিতে বুঝিয়ে- সুঝিয়ে রাজি করানো।

এই সমস্ত কর্তব্য সমাধা হলে পরেই সমাজতান্ত্রিক আর্থিক কাঠামো পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। উৎপাদনের প্রধান প্রধান সমস্ত উপকরণের ওপর সমাজতান্ত্রিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমস্ত প্রকার মানুষের দ্বারা মানুষ শোষণের অবসান ঘটে।

ঘটনার প্রকৃতি যা তাতে এই প্রক্রিয়া পরাজিত পুঁজিপতিশ্রেণির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণি ও তার সহযোগীদের অবিরাম শ্রেণিসংগ্রামের প্রক্রিয়া ছাড়া কিছু নয়।

লেনিন লিখেছেন : " প্রলেতারীয় একনায়কত্বের অধীনে শ্রেণিসংগ্রাম বিদূরিত হয় না, কেবলমাত্র ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।"

বাস্তবিকই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া হল তিক্ত ও তীব্র শ্রেণিসংগ্রামের প্রক্রিয়া। হৃতসর্বস্ব বড় বড় পুঁজিপতিরা তাদের ক্ষমতার যত রকম উপায় আছে তাই নিয়ে তাদের হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য লড়াই করে। প্রতিটি অর্থনৈতিক দুর্যোগ ও স্বার্থবিভাগের সুযোগ তারা নেয়। বিশেষ করে তারা নির্ভর করে ক্ষুদ্রায়তন পুঁজিবাদী উৎপাদন ক্ষেত্রে অসংখ্য শোষকশ্রেণির অব্যাহত উপস্থিতির ওপর এবং ক্ষুদ্র উৎপাদকদের অবধারিত দোদুল্যমানতা ও অনিশ্চয়তার ওপর এবং সমাজতন্ত্র যত শক্তিশালী হবে, তাদের প্রতিরোধও তত তীব্রতর হবে। স্তালিন লিখেছেন ঃ

"ইতিহাসে এমন কোনও ঘটনা নেই যেখানে মৃত্যুপথযাত্রী শ্রেণিরা স্বেচ্ছায় আসর ত্যাগ করেছে। ..... শ্রেণিসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির এটাই হল সামাজিক ভিত্তি। ... মৃত্যুপথযাত্রী শ্রেণিরা যে প্রতিরোধ করে তা এই জন্য নয় যে, আমাদের চেয়ে তারা বেশি শক্তিশালী হয়ে পড়েছে, তার কারণ হল তাদের চেয়ে দ্রুততর গতিতে সমাজতন্ত্র বেড়ে চলেছে এবং আমাদের তুলনায় তারা বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছে। তারা যে অধিকতর দুর্বল হয়ে পড়েছে, ঠিক এই কারণেই তারা অনুভব করে যে, তাদের অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসছে এবং তাই তাদের সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতার সমস্ত উপায় নিয়ে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে তারা বাধ্য হয়।"

একমাত্র সমাজতন্ত্রের চরম বিজয়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট দেশের অভ্যন্তরে সমস্ত শ্রেণিবৈরিতার ও শ্রেণিযুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়। এমন কি তখনও, যতদিন পর্যন্ত সমাজতন্ত্র মাত্র কয়েকটি দেশেই জয়যুক্ত থাকে ততদিন পর্যন্ত দেশের বাইরে কর্মরত পুঁজিবাদী শক্তিগুলি সমাজতান্ত্রিক নির্মাণে বাধা দানের জন্য যতরকম উপায় আছে তা ব্যবহার করতে থাকে। তবে এই সমস্ত শক্তি এখনও কিছু কিছু ব্যক্তির সমর্থন পেলেও সমাজতান্ত্রিক দেশাভ্যন্তরস্থ কোন শ্রেণির সমর্থন পাবে

না।

অবশ্য শোষকশ্রেণিগুলির ও তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অবসানের অর্থ এই নয় যে, এর মধ্যেই শোষণ ব্যবস্থার বাদবাকি সমস্ত প্রভাবেরও অবসান ঘটেছে। কোন কিছুর যখন অবসান ঘটে তখন তার কিছু কিছু প্রভাব থেকে যায়, যেহেতু কারণসমূহের চেয়ে প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী। অতএব এইসব উচ্ছিষ্টপ্রভাব থেকে মুক্ত হবার সংগ্রাম চলতেই থাকবে।

এই উচ্ছিষ্টগুলি প্রধানতঃ হল (ক) শ্রমবিভাগের কাছে মানুষের সার্বিক পরাধীনতা। এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি।

(খ) মতাদর্শের ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর পরিণাম, অর্থাৎ মানব মানসে পুঁজিবাদী মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিসমূহের নিরন্তর উপস্থিতি।

এগুলিকে বিদায় করার সংগ্রাম মূলতঃ তিনভাবে করা যেতে পারে ঃ

(ক) অর্থনৈতিকভাবে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ;

(খ) রাজনৈতিকভাবে ওপরতলা থেকে নীচুতলা পর্যন্ত সমস্ত সরকারি ও প্রশাসনিক কার্যের ক্রমসম্প্রসারণশীল গণতন্ত্রীকরণের মাধ্যমে;

(গ) মতাদর্শগতভাবে সমগ্র সমাজকে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে।

এটি কী ধরণের সংগ্রাম? এটি কি এখনও শ্রেণিসংগ্রাম?

হ্যাঁ, যেহেতু নির্দিষ্ট শ্রেণিরা, যথা, শ্রমিকশ্রেণি ও শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে কৃষকরা এই সংগ্রাম পরিচালনা করে তাই এটি শ্রেণিসংগ্রাম। কিন্তু এটি দুটি শ্রেণির মধ্যে সংগ্রাম নয়, কারণ অপর কোন শ্রেণির বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম পরিচালিত হয় না। শোষকশ্রেণিগুলিকে ইতিমধ্যেই পুরোপুরি নির্মূল করার ফলে এই সংগ্রামের লক্ষ্য থাকে অতীত শোষণের অবশিষ্ট প্রভাবগুলিকে নির্মূল করার দিকে। এটি হল সমগ্র সমাজকে সাম্যবাদের স্তরে উন্নীত করার জন্য শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক ও কৃষকের সংগ্রাম। বলপ্রয়োগ এই সংগ্রামের পদ্ধতি নয়, এর পদ্ধতি হল দৃষ্টান্ত স্থাপন ও বুঝিয়ে- সুজিয়ে রাজি করানো, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা। একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যতদিন পর্যন্ত বৈরীভাবাপন্ন পুঁজিবাদী

রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকে ততদিন পর্যন্ত অবশ্য কিছু কিছু ব্যক্তির শত্রুতামূলক কার্যকলাপকে রুখবার জন্য একমাত্র বিশেষ প্রয়োজনের খাতিরেই শক্তির পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজে সমগ্র সামাজিক ঘটনাপ্রবাহের ওপর মানুষের পূর্ণ সচেতন নিয়ন্ত্রণ থাকবে। মানুষ পুরোপুরি তার নিজস্ব সামাজিক সংগঠনের প্রভু হয়ে উঠবে। কিন্তু পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের এই গোটা প্রক্রিয়ায় একথা কেবলমাত্র আংশিকভাবে সত্য ঘটনা এরকম হতে চলেছে, কিন্তু এখনও পুরোপুরি তা হয়ে ওঠেনি। কারণ শোষকশ্রেণিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম যখন চলতে থাকে, অতীত শোষণের অপ্রীতিকর পরিণামগুলির নির্মূল করার সংগ্রাম যখন অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে তখন একথা বলা চলে না যে, মানুষ তার সামাজিক সংগঠনের ওপর পূর্ণ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। বরং বিপরীতপক্ষে এটাই ঠিক যে, সে এখনও পর্যন্ত কেবলমাত্র আংশিকভাবেই সমাজের প্রভু হতে পেরেছে। কারণ এ অবস্থায়ও শ্রেণিসংগ্রামের সাহায্যেই সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিকশিত হয় এবং মানুষ যতদিন পর্যন্ত শ্রেণিসংগ্রামে ব্যাপৃত থাকবে ততদিন পর্যন্ত সে পরিপূর্ণভাবে তার সমাজ- সংগঠনের ওপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, একথা বলা যাবে না।

❑ সমাজতান্ত্রিক সমাজবিকাশে উপরিসৌধের ভূমিকা

মার্কসবাদ অনুযায়ী ''বৈষয়িক জীবন-উৎপাদন পদ্ধতি'' সর্বদা ''সাধারণভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানসিক জীবনকে নির্ধারণ করে'', যার ফলে সমাজের নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর মতামত ও প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি আনুষঙ্গিক উপরিসৌধ গড়ে ওঠে। এই উপরিসৌধ, যা সব সময়েই ভিত্তির ফল, তা ভিত্তির সেবার্থে তাকে রূপ দিতে, সংহত করতে এবং পুরনো উৎপাদন -সম্পর্কের অবশিষ্টাংশকে মুছে ফেলতে টিকে থাকে।

পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণের পর্ব সমাজতান্ত্রিক সমাজেও একথা সত্য।

সাধারণভাবে যে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণাসমূহ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণকে উজ্জীবিত করে, সমাবেশ ঘটিয়ে তাদের সচল করে তোলে এই জয়ের পথ দেখায়, তাদের এবং তাদের আনুষঙ্গিক গণসংগঠনগুলির সাহায্য ছাড়া সমাজতন্ত্রের জন্ম হতে পারে না। শ্রমিকশ্রেণি ও তার মিত্ররা ক্ষমতা দখলের পর সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের প্রয়োজনানুসারী প্রতিষ্ঠানসমূহে রূপান্তরিত করে, এবং সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণাই হয়ে ওঠে সমাজে প্রাধান্য সৃষ্টিকারী ধ্যান-ধারণা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মার্কস যেমন বলেছিলেন, সমাজতন্ত্রের জন্য পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে পুরনো ভিত্তিকে যখন অবশেষে উৎপাটিত করা হয় গোটা উপরিসৌধটিও তখন দ্রুততার সঙ্গে রূপান্তরিত হয়। সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে একটি নতুন উপরিসৌধ তখন কার্যকরী হয়। সঠিকভাবে বলতে গেলে এই সমস্ত ধ্যান-ধারণা ও প্রতিষ্ঠানের কাজ হল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে ও সুদৃঢ় করতে সাহায্য করা এবং পুঁজিবাদের ধ্বংসাবশেষকে অপসারণ করা।

সমাজবিকাশে উপরিসৌধের ইতিবাচক ভূমিকার উপর মার্কসবাদ সব সময়েই জোর দিয়ে থাকে। সমাজতন্ত্র গঠনে সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও ধ্যান-ধারণাগুলি সামাজিক দায়িত্ব পালনে জনগণকে পরিচালিত করে, সংগঠিত করে এবং সমাবিষ্ট করে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান ও ধ্যান-ধারণাগুলির অস্তিত্ব পুঁজিবাদী সম্পত্তির সম্পর্কসমূহকে টিকিয়ে রাখার জন্য ও শক্তিশালী করার জন্য। শোষণ বজায় রাখা, সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর বলপ্রয়োগ করা এবং বেশির ভাগ মানুষকে ঠকানোই তাদের কাজ। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও ধ্যান-ধারণাগুলির অস্তিত্ব রয়েছে শোষণাবসান ঘটানোর জন্য, সংখ্যালঘিষ্ঠের ওপর বলপ্রয়োগের জন্য (অবশ্য সমস্ত প্রকার শোষণের অবসান হলে বলপ্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তাও কমতে শুরু করে) এবং জনগণকে প্রবুদ্ধ করে তোলার জন্য।

ফলতঃ সমাজতান্ত্রিক উপরিসৌধ কয়েকটি বিশিষ্ট নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে যা তাকে শ্রেণি-শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থার উপরিসৌধ থেকে পৃথক একটি নতুন ধরনের উপরিসৌধ হিসেবে গড়ে তোলে।

ঐ সমস্ত সমাজে উপরিসৌধ শাসক শোষকশ্রেণিকে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠের শোষণে সহায়তা করে। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদাগুলির সর্বোচ্চ মাত্রায় পূরণের লক্ষ্যে উৎপাদন-উপকরণসমূহের সামাজিক মালিকানাভিত্তিক শোষণহীন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার ও এগিয়ে নিয়ে যাবার সংগ্রামে সহায়তা করে। এরই মাঝে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক উপরিসৌধের সারবস্তু এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজবিকাশে এটিই তার ভূমিকা।

তাহলে সমাজতান্ত্রিক উপরিসৌধের উল্লেখযোগ্য নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

(১) প্রয়োজন মেটানোর জন্য জনগণকে সাহায্য করার সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে গড়ে তোলা হয়।

শোষকদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে শ্রমজীবী জনগণ সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভিত্ তৈরির কাজে অগ্রসর হয়। তারা স্বেচ্ছায় এ কাজ করে এবং তাদের লক্ষ্য কী সে সম্পর্কেও তারা সম্পূর্ণ সচেতন থাকে। এক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্য হল পুঁজিবাদী অর্থনীতির পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা।

এদিক থেকে দেখলে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি সৃষ্টি করা ও সুদৃঢ় করা সংক্রান্ত সমগ্র প্রক্রিয়াটি পূর্বেকার যে কোনও ভিত্তি সৃষ্টির প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। যেমন, পুঁজিবাদের জন্মের ও সংহতিসাধনের প্রক্রিয়া থেকে তার পার্থক্য সুস্পষ্ট।

আর্থিক ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের জন্ম হয়েছিল কিভাবে?

পুঁজিপতি শ্রেণি ক্ষমতা দখল করল এবং তারপর খুব ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করে, ভবিষ্যতের কথা ভেবে পুঁজিবাদী অর্থনীতি সৃষ্টি করল— ঘটনাটা মোটেই এরকম নয়। বরং এটাই ঠিক যে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভেতরেই পুঁজিবাদী উৎপাদন ও সেই সঙ্গে পুঁজিপতিশ্রেণি শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং সামন্ত শাসনাধীনে তাদের উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে এরকম ভাবতে থাকে। তখন সামন্ত শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়ে সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব তারা নিজেদের হাতেই নিয়ে নেয় এবং তারপর অবশ্য সামন্ততান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতার শিকার না হয়ে পুঁজিবাদী বিকাশের অর্থনৈতিক শক্তিগুলি আরো দ্রুতগতিতে

এগিয়ে চলে।

কোন বিশেষ লগ্নেই পুঁজিপতি শ্রেণির কোন নেতা একথা ঘোষণা করেননি যে : " এবার আমরা পুঁজিবাদ গড়ে তুলবার জন্য অগ্রসর হব।" ১৬৪৯-এর দিনগুলিতে অলিভার ক্রমওয়েল কখনো এধরনের কথা বলেননি, যেমন বলেননি ১৬৮৮ - তে উইলিয়াম্ অব্ অরেঞ্জ অথবা ১৮৩২-র লর্ড গ্রে। কিন্তু ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে লেনিন সত্যই বলেছিলেন : " এবার আমরা সমাজতন্ত্র গড়বার কাজে নামব।"

তাই দুটি বিপ্লবের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে স্তালিন লেখেন :

" বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রধান কাজ হল ক্ষমতা দখল করে সেই ক্ষমতাকে ইতিমধ্যেই যে বুর্জোয়া অর্থনীতি গড়ে উঠেছে তার অনুগামী করে তোলা, আর প্রলেতারীয় বিপ্লবের প্রধান কাজ হল নতুন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তুলবার জন্য ক্ষমতা দখল করা।"

ফলতঃ পুঁজিবাদী ভিত্তি থেকে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি পৃথক, কারণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ চেতনা সহযোগে স্বেচ্ছাকৃতভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়।

এই পার্থক্যের ফলে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণার চরিত্র ও বিকাশের ক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্য দেখা দেয়। স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণাগুলি গড়ে উঠেছিল, পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করার ও গড়ে তুলবার উপায়- উপকরণ উদ্ভাবন করার কোন সচেতন উদ্দেশ্য তার সামনে ছিল না। অপরপক্ষে, সমাজের কাঠামো ও বিকাশের নিয়মাবলী সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রাম চলতে চলতেই সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণাগুলি গড়ে ওঠে এবং সঠিকভাবে বলতে গেলে এই জন্যই তাদের গড়ে তোলা হয় যাতে পুঁজিবাদের কবল থেকে মুক্তির সংগ্রামে আর সমাজতন্ত্র গড়বার সংগ্রামে ঐসব সিদ্ধান্ত কাজে লাগে।

উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণাগুলি তখন সমাজতান্ত্রিক উপরিকাঠামোয় দিকনির্ণয়কারী শাসক ধ্যান-ধারণায় পরিণত হয়। আবার এইসব ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক সমাজের রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকেও গড়ে তোলা

হয় এবং তা করা হয় সমাজতান্ত্রিক সমাজবিকাশের প্রকৃত চাহিদাগুলি কী কী সে সম্পর্কে সচেতন থেকেই। এভাবেই রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা, দার্শনিক ধ্যান-ধারণা, আইনসংক্রান্ত ধ্যান-ধারণা, সাহিত্য ও শিল্পসংক্রান্ত ধ্যান - ধারণা — এক কথায় সমাজতান্ত্রিক উপরিসৌধের অন্তর্গত প্রতিটি বিষয় এই সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে তোলা হয় যে সমাজতন্ত্রের বিকাশে তারা সাহায্য করবে এবং সে উদ্দেশ্যে তারা সফল করতে পারল কি পারল না তারই ভিত্তিতে তাকে পরীক্ষা করা হয়।

স্বাভাবিকভাবেই এই সমাজেও পুরনো পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণাগুলি বিচরণ করতে থাকে। তাই পুরনো পুঁজিবাদী উপরিসৌধের মৃতপ্রায় উপাদানগুলির সঙ্গে নতুন সমাজতান্ত্রিক উপরিসৌধের সদ্যোজাত উপাদানগুলির দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চলে। এই সংগ্রামের সচেতন লক্ষ্য এটাই সুনিশ্চিত করা যে, উপরিসৌধ পুরনো ভিত্তিকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে আর নতুন ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করবে।

(২) ক্রমাগত ব্যাপকতর শ্রমজীবী জনগণের অংশগ্রহণের ফলেই সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ বিকশিত হয়।

যে সমাজে মানুষ মানুষকে শোষণ করে সে সমাজে আধিপত্যকারী ধ্যান-ধারণাগুলি একভাবে না হোক অন্যভাবে এই শোষণের যথার্থ্যতা প্রমাণ করতে এবং লোকে যাতে তাকে মেনে নেয় তার ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হয়। অনুরূপভাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিও শোষিত সংখ্যাগুরুর ওপর শোষক সংখ্যালঘুর আধিপত্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। সেই কারণেই এইসব ধ্যান-ধারণা প্রধানতঃ সংখ্যাগুরুর ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া সংখ্যালঘুর একপেশে ও প্রতারণাপূর্ণ ধ্যান-ধারণার নামান্তর মাত্র আর প্রতিষ্ঠানগুলি তো শঠতা ও জোর-জবরদস্তিরই প্রতিষ্ঠান।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যাপারটা কিন্তু একেবারেই অন্য রকম। আধিপত্যকারী ধ্যান-ধারণাগুলি সেখানে জনগণকে শোষণ-মুক্ত হতে সাহায্য করে। এছাড়া কিভাবে তারা স্বাধীন সঙ্ঘে মিলিত হয় তাদের যাবতীয় বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূর্তির সর্বোচ্চ মাত্রা অর্জন করতে পারে সে ব্যাপারেও তারা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আবার ঐ একই উদ্দেশ্য পূরণ করতে এগিয়ে

আসে প্রতিষ্ঠানসমূহ।

এইজন্যই সমাজতান্ত্রিক সমাজের ধ্যান-ধারণা ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে জনগণের ওপর চাপানো হয় না, উল্টে বরং সেগুলি জনগণেরই সম্পত্তি হয়ে ওঠে এবং তাদের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থের অনুগামী হয়।

তাই (প্রত্যেকের একটি করে ভোট থাকা সত্ত্বেও পুঁজিবাদী সমাজে যেমনটি হয় সেরকম) বিশেষ সুবিধাভোগী কয়েকজনের পরিচালনাধীনে সমাজের সংস্থাগুলিকে না রেখে সেগুলি যাতে প্রকৃত অর্থে জনগণের নিজস্ব সংস্থা হিসেবে গড়ে ওঠে সেই উদ্দেশ্যে জনগণের ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর অংশকে সমস্ত সামাজিক সংস্থা পরিচালনার কাজে লাগানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। আর বুদ্ধিজীবী প্রবর গোষ্ঠী (যারা জনগণের পাতে পরিবেশন করতে চায় এবং যারা আশা করে জনগণ তা শ্রদ্ধাভরে মনোযোগ সহকারে শুনবে, যেমনটি হয় বি. বি. সি. পরিচালিত আমাদের 'জনপ্রিয়' আলোচনাগুলিতে) সামাজিক ধ্যান-ধারণা রূপায়িত ও বিশদ করার পরিবর্তে সমস্ত প্রকার মতামত ও ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর গণ-বিতর্ক ও আলোচনা সৃষ্টিকে লক্ষ্য হিসেবে নেয় যাতে সত্যিই সেগুলি জনগণের নিজস্ব মতামত হয়ে ওঠে।

কাজে কাজেই সমাজতান্ত্রিক সমাজের মতামত ও প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের রূপায়ণে জনগণের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের ফলে প্রভুত পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

(৩) সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার সাহায্যেই সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও সংস্থাগুলিকে গড়ে তোলা হয়।

মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণকে ভিত্তি করে পুঁজিবাদী ও অন্যান্য যে সমস্ত সমাজ গড়ে ওঠে সেসব ক্ষেত্রে সামাজিক ধ্যান- ধারণা ও সংস্থাগুলি তাদের বিকাশের ফলে জীবনের প্রকৃত শর্তগুলির উপলব্ধিতে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায় কিনা এবং জনগণকে তাদের সাধারণ স্বার্থ এবং বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে কিনা তাই দিয়ে ঐ ধ্যান- ধারণা ও সংস্থাগুলি পরীক্ষিত হয় না, শাসকশ্রেণির স্বার্থের সেবা তারা করছে কিনা তাই-ই তাদের

পরীক্ষা। আর সেই জন্যই শেষ বিচারে সমাজে বিরোধী স্বার্থগুলির বিরোধ ও সংঘাত এবং যে অন্তর্বিরোধে শাসকশ্রেণি প্রতিনিয়ত জড়িয়ে পড়ে তার ফলে যে সমস্ত প্রবণতা গড়ে ওঠে তাদের সংঘাতের ফলে এগুলি বিকশিত হয়। পুরনো ভিত্তি সমাজবিকাশের পথে যত কন্টকস্বরূপ হয়ে ওঠে তত বেশি করে সামাজিক সংস্থাগুলি অত্যাচারীর ভূমিকা গ্রহণ করে এবং ধ্যান-ধারণাগুলিও তত বেশি করে দুর্বোধ্য, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ছলনাময়ী হয়ে ওঠে।

অথচ সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি এমন একটি ভিত্তি যাকে অবলম্বন করে মানুষ তার নিয়ত বর্ধমান বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদাসমূহ পূরণের জন্য পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে। এরকম সমাজে বসবাস করলে যেসব ধ্যান-ধারণা কোনওভাবে ঘটনা বা বিষয়বস্তুকে প্রচ্ছন্ন করে বা বিকৃত করে অথবা মিথ্যে প্রতিপন্ন করে তাদের কাছ থেকে মানুষের কিছুই লাভ করার থাকে না। বরং প্রকৃতি ও সমাজ সম্পর্কে তাদের বোধ যত বেশি করে সত্যের কাছাকাছি যাবে, যত সুস্পষ্ট হবে এবং যত গভীর হতে তত ভালভাবে তাদের ধ্যান-ধারণাগুলি সামাজিক উদ্দেশ্যের পরিপূরক হবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে পরিপূরক হবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যও তাই সেই সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যা মানুষকে তার বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদাসমূহ সর্বোচ্চ মাত্রায় পূরণের জন্য অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সবচেয়ে ভালভাবে সাহায্য করবে।

অতএব সমাজতান্ত্রিক সমাজের ধ্যান-ধারণা ও প্রতিষ্ঠানগুলি জীবনের প্রকৃত অবস্থাকে বুঝতে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কিনা এবং সাধারণ স্বার্থ, বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা ইত্যাদি বাস্তবায়িত করতে জনগণকে সাহায্য করছে কিনা তার ভিত্তিতেই এগুলির বিচার হবে।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে, যে সমস্ত মতামত বা ধ্যান-ধারণা বাস্তবে পেশ করা হয় সেগুলি সমস্ত দিক থেকে সঠিক নয়। আবার বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত সংস্থাকেই সর্বপ্রকারে ভাল বলা যায় না। উপরন্তু, সমাজতান্ত্রিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজবিকাশের নতুন নতুন প্রয়োজন মেটানোর জন্য তার পরিপূরক আরো নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার প্রয়োজন অবশ্যই দেখা

দেবে।

তাহলে যে উপরিসৌধের বিকাশ আবশ্যক সমাজতান্ত্রিক সমাজে তাকে কিভাবে গড়ে তোলা হয়?

শোষণভিত্তিক সমাজগুলির মত পরস্পর বিরোধী স্বার্থসমূহের সংঘাতের ভিত্তিতে নয়, স্বার্থ- সমন্বয়ের ভিত্তিতে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে।

সাধারণভাবে, একমাত্র সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমেই জনগণ যে কোনও সমবায়ভিত্তিক কর্মকাণ্ড থেকে সবচেয়ে ভাল ফল পেতে পারে, কারণ নির্ধারিত কাজ ক্রমাগত ভালভাবে করে যাবার ক্ষমতা কেবলমাত্র এর মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। আর সেই কারণেই একমাত্র সমালোচনা ও আত্মসমালোচনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে সমাজতান্ত্রিক সমাজের যোগ্য ও উপযুক্ত ধ্যান-ধারণা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের উপরিসৌধ গড়ে তোলা সম্ভব।

অতএব, সমাজতান্ত্রিক সমাজের ধ্যান-ধারণা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ বিকাশের মৌলিক নীতি হল সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার নীতি।

(৪) সাম্যবাদে উত্তরণের পথ সুগম করে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও প্রতিষ্ঠান।

আগেকার সমস্ত সমাজে উপরিসৌধের কাজই ছিল প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা। অতএব,উৎপাদন বিকাশের সঙ্গে প্রচলিত উৎপাদন- সম্পর্কগুলির বিরোধ যেই দেখা দিয়েছে উপরিসৌধও অমনি বেশি বেশি করে প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র অর্জন করেছে এবং যথোচিত সামাজিক পরিবর্তনে বাধা সৃষ্টি করেছে।

আমরা আগেই দেখেছি, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন বিকাশের জন্য প্রয়োজন অনেকগুলি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক রূপান্তরের ধারা, পরিণামে যা সাম্যবাদের উচ্চতর পর্যায়ের জন্ম দেবে। যেমন, উৎপাদন ও বণ্টনের সমগ্র প্রক্রিয়াকে "গোটা জাতির মহতী সঙ্ঘের" একক পরিচালনাধীনে অবশ্যই নিয়ে আসতে হবে, যাবতীয় পণ্য-উৎপাদন ব্যবস্থা রদ করতে হবে, এবং সমাজের প্রতি কর্তব্যের প্রতিদানে কাজ অনুযায়ী প্রাপ্য লাভের অধিকারের পরিবর্তে ব্যক্তির

যা প্রয়োজন— তাই পাবার অধিকার প্রতিটি ব্যক্তিকে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

পুঁজিবাদী সমাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রথম যে সমাজতান্ত্রিক সমাজের উপরিসৌধ গড়ে ওঠে তা যে সাম্যবাদের এই সমস্ত উন্নত শর্তগুলিকে পূরণ করে না সে সম্পর্কে কোন সন্দেহই নেই। উদাহরণস্বরূপ, সমাজতান্ত্রিক সমাজের ধ্যান-ধারণা ও প্রতিষ্ঠানগুলি এমনই যে তারা কঠোর নিয়মানুসারে সম্পন্ন কাজ অনুযায়ী পাওয়ার অধিকারকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে, অথচ প্রয়োজন অনুযায়ী পাওয়ার অধিকারের তা বিরোধী।

তাহলে সাম্যবাদে উত্তরণের বাস্তব শর্তগুলি যখন পূর্ণতা পেতে শুরু করে তখন কী হয়?

সামাজিক ধ্যান- ধারণা ও প্রতিষ্ঠানগুলি কি তখন প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা নিতে আরম্ভ করে এবং সামাজিক জীবনের বৃহত্তর অগ্রগতিতে সাহায্য দানের পরিবর্তে তারা কি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে?

না, তা করে না, কারণ সমাজতান্ত্রিক উপরিসৌধ সৃষ্টির পেছনে মানুষকে তার সামাজিক প্রয়োজন পূরণে সাহায্য করার সচেতন উদ্দেশ্য কাজ করে, কারণ সমগ্র জনগণ তাকে নির্দিষ্ট আকার দান করে এবং সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার প্রয়োগ তার বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং অভিজ্ঞতা যখন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় তখন সেই পরিবর্তনের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে এবং যেসব মতামত বা প্রতিষ্ঠান আর কোন ভাল উদ্দেশ্যে পূরণ করে না তাদের পাল্টানো যেতে পারে।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু মতামত বা প্রতিষ্ঠান যখন সমাজ বিকাশের পরিবর্তিত প্রয়োজনের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে সময় থাকতে থাকতেই বিরোধ বা সংঘাতের পরিবর্তে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের বদলে নেওয়া যায়। আর তাছাড়া সমাজতান্ত্রিক সমাজের মৌলিক ধ্যান-ধারণা তো সেগুলিই যা সাম্যবাদে উত্তরণকে আগে থেকেই বুঝতে

পারে।

সংক্ষেপে ব্যাপারটি হল এরকম: সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিকে নির্দিষ্ট আকার দিয়ে ও সুসংহত করে এবং পুঁজিবাদী ভিত্তির ভগ্নাবশেষকে নির্মূল করে সমাজতান্ত্রিক সমাজের উপরিসৌধ সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের পথ সুগম করারও ভূমিকা পালন করে।

❑ সমাজতন্ত্র নির্মাণের ও সাম্যবাদে উত্তরণের সবচেয়ে শক্তিশালী উপকরণ : রাষ্ট্র ও পার্টি

সমাজতান্ত্রিক উপরিসৌধ এবং সেই কারণেই সমাজতান্ত্রিক সমাজে জীবন গঠনে ও পরিচালনে রাষ্ট্র ও পার্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাস্তবিকপক্ষে, এরাই সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ও সাম্যবাদে উত্তরণ সম্ভব করে তোলার সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। এদের সাহায্য ব্যতিরেকে এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে না, যদিও ঠিক যে রাষ্ট্র ও পার্টি উভয়েই তাদের নিজ নিজ উদ্দেশ্যে সমাপন হলে দৃশ্যপট থেকে চিরবিদায় নেবে।

আমরা দেখেছি, সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশ ও শ্রেণিসংগ্রাম প্রণোদিত বিকাশ। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও পার্টির ভূমিকা যে এত বিশাল, ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ তার কারণও এটাই। শ্রমিকশ্রেণি ও মিত্রশক্তিগুলির বিজয় তাদের লক্ষ্য কার্যকরী করার জন্য ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য একটি রাষ্ট্রের এবং সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যও তাকে পরিচালনার জন্য একটি পার্টির প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সম্ভাব্য বিভিন্ন রূপের মাঝেও তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

(১) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হল শ্রমিকশ্রেণি ও তার মিত্রশক্তিগুলির ক্ষমতার অঙ্গ।

তিনটি উদ্দেশ্যে এই ক্ষমতা ব্যবহার করা হয়; (ক) শোষকদের প্রতিরোধ চূর্ণ করতে, (খ) সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে, এবং (গ) দেশের

অভ্যন্তরস্থ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অথবা শত্রু বিদেশি শক্তির আক্রমণ থেকে সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি ও নাগরিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা করতে।

(২) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কোন নির্যাতনকারী সংখ্যালঘুর নয়, সমগ্র শ্রমজীবী জনগণের অঙ্গ। এটি তাই একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্র শাসকগোষ্ঠীর হাতিয়ার নয়, শ্রমজীবী জনগণের শাসনের হাতিয়ার।

জনগণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। তা করতে গিয়ে তারা প্রাক্তন "আমলাতান্ত্রিক - সামরিক যন্ত্র" যার সাহায্যে পুঁজিপতি ও জমিদারেরা শাসন করত, তাকে ধ্বংস করে 'গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের বিজয় অর্জন করে।"

১৯১৭ সালেই লেনিন লিখেছিলেন, " প্রশাসনের ব্যবহারিক কাজে সমগ্র দরিদ্র জনগণকে টেনে আনাই আমাদের লক্ষ্য... (এবং) এটা সুনিশ্চিত করা যে, প্রতিটি শ্রমিক... অবশ্যই রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালন করবে। ... যত বেশি দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আমরা একটি নির্মম কঠোর সরকারের পক্ষে দাঁড়াব.. নীচু থেকে নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ও রূপ তত বেশি করে বিভিন্ন প্রাপ্ত হবে... আমলাতন্ত্রকে উন্মুলিত করতে;"

তিনি ঘোষণা করেন, " এই মূল নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রশাসনের জন্য এখনই আমরা দু' কোটি না হলেও প্রায় এক কোটি লোকের সমবায়ে এমন একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে পারি যা যে কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কাছে একেবারেই অজানা।"

অতএব, কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নির্বাচনে নয়, খোদ রাষ্ট্রের কাজেই সমগ্র শ্রমজীবী জনগণের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। আবার ট্রেড ইউনিয়নগুলির মত শ্রমজীবী মানুষের গণসংগঠনগুলির সঙ্গে রাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠাও এই রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য।

(৩) যে হাতিয়ার সহযোগে শ্রমজীবী জনগণ সমগ্র সমাজের স্বার্থে সামাজিক উৎপাদন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে তা-ই হল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। জনগণের উদ্যোগসমূহই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। সমগ্র জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্র সেগুলির মালিক ও পরিচালক।

জনগণের সম্পত্তিসম সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের পুরো মালিকানা ও

পরিচালনার দায়িত্ব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের। ফলে গোটা অর্থনীতিকেই সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের দায়িত্বও রাষ্ট্রের উপরই বর্তায়। কিন্তু পরিণামস্বরূপ অর্থনৈতিক উন্নতির সমস্ত ক্ষেত্রেই ক্রমাগত রাষ্ট্রের প্রভাব বাড়তে থাকে, কারণ অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের ওপর নির্ভরশীল এবং তার প্রভাবাধীন।

অতএব প্রত্যক্ষভাবেই হোক আর পরোক্ষভাবেই হোক, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নতি পরিচালনার দায়িত্ব সম্পন্ন করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সেদিক থেকে দেখলে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিকে গড়ে তুলতে, সংহত করতে এবং সাম্যবাদের দিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশ ঘটাতে এটি একটি মস্ত শক্তিশালী হাতিয়ার।

রাষ্ট্র মূলতঃ হল ক্ষমতার মাধ্যম। যতদিন পর্যন্ত বিরোধী শক্তিসমূহ বর্তমান থাকে এবং যতদিন তাদের প্রতিরোধ ও শত্রুতা ধ্বংস করা দরকার ততদিন পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের বিকাশ পরিচালনার জন্য ক্ষমতার এই মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা থাকবে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-সংক্রান্ত প্রশ্ন আলোচনাকালে মার্কস ও এঙ্গেলস্ দেখিয়েছেন, অধিকারচ্যুত শ্রেণিগুলির প্রতিরোধ নির্মূল করার পর এবং সমগ্র অর্থনীতিকে পরিপূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে স্থাপন করার পর সমাজের সাধারণ স্বার্থ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গণ-ক্ষমতার মাধ্যমের প্রয়োজন দিনের পর দিন কমে আসবে। গণ-ক্ষমতার মাধ্যম হিসাবে রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব ধীরে ধীরে ক্ষয় পেতে থাকবে, কারণ ঐ সব দায়-দায়িত্ব পালন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। ফলে ক্ষমতার বিশেষ মাধ্যম হিসেবে এবং তার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করানোর শক্তির অধিকারী হিসেবে রাষ্ট্রযন্ত্রটি অবশেষে ধীরে ধীরে "বিলীন হবে", এবং যা পড়ে থাকবে তা সমাজের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন পরিচালনার সংগঠন বৈ কিছু নয়।

এঙ্গেলস্ লিখেছেন, " সামাজিক সম্পর্কগুলিতে রাষ্ট্রশক্তির হস্তক্ষেপ একটির পর একটি ক্ষেত্রে অনাবশ্যক হয়ে পড়ে এবং তারপর নিজে নিজেই সরে দাঁড়ায়। মানুষ পরিচালিত সরকারের স্থান গ্রহণ করে বস্তুসমূহের প্রশাসন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিচালন। রাষ্ট্রকে বিলোপ করা হয় না, সে বিলীন হয়ে

যায়....।"

" যে সমাজ উৎপাদকদের স্বাধীন ও সাম্য-ভিত্তিক সংগঠনের ভিত্তিতে উৎপাদনকে সংগঠিত করবে সে সমাজ সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে সে সময় তার যেখানে থাকা উচিত সেখানেই রেখে দেবে— প্রাচীন কালের তথ্য ও নির্দশন-সমৃদ্ধ জাদুঘরে চরকা ও ব্রোঞ্জ কুঠারের পাশে।"

অবশ্য বাস্তবে যে পরিবেশে সমাজতন্ত্র বিকশিত হয়েছে তার ফলে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে, একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে— সোভিয়েত ইউনিয়নে— বৈরী শ্রেণিসমূহের অবসান ঘটানোর পরেও শত্রু পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কর্তৃক পরিবেষ্টন রয়ে গেছে। তাই এই পুঁজিবাদী পরিবেষ্টন যতদিন থাকবে ততদিন সমাজতান্ত্রিক সমাজে গণ-ক্ষমতার মাধ্যম বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাও থাকবে এবং তা থাকবে ইতিমধ্যে সাম্যবাদের উচ্চতর পর্যায়ে অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও। সমাজতন্ত্রের অর্জিত ফলগুলিকে রক্ষা করার জন্যই এখনও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রয়োজন।

অবস্থা যখন এইরকম তখন কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশের ভেতরে রাষ্ট্রের পীড়নমূলক কাজগুলি ক্রমাগত কমে যেতে থাকবে। শোষকদের প্রতিরোধ দমন করার কোনও প্রয়োজন রাষ্ট্রের আর থাকবে না। তবে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের কাজ পরিচালনার জন্য, আর শত্রুদের আক্রমণ থেকে সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তিকে বাঁচানোর জন্য রাষ্ট্র তখনও টিকে থাকবে। আসলে যা ঘটবে তা হল এই যে, সমাজের প্রতিটি মানুষ আরো বেশি করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চারপাশে জড়ো হবে এবং এই রাষ্ট্রকে তাদের কীর্তি, স্বাধীনতা ও ভবিষ্যৎ কল্যাণের অভিভাবকস্বরূপ গণ্য করবে। এর ফলে রাষ্ট্রবিলুপ্তির পরিবর্তে অমিত শক্তিধর এক নতুন ঢঙের প্রকৃত লোকায়ত রাষ্ট্র বিকশিত হবে।

স্তালিনের মতে, রাষ্ট্র তাই ততদিন তার অস্তিত্ব বজায় রাখবে " যতদিন পর্যন্ত না পুঁজিবাদী পরিবেষ্টন দেউলে হয়ে যাচ্ছে এবং যতদিন পর্যন্ত না বিদেশি ফৌজের তরফ থেকে আক্রমণের বিপদ পুরোপুরি কেটে যাচ্ছে। .... পুঁজিবাদী পরিবেষ্টন যদি দেউলে হয়ে যায় আর সমাজতান্ত্রিক পরিবেষ্টন যদি তার জায়গা নেয়, তাহলে আর রাষ্ট্র থাকবে না, উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে তা ক্ষয়ে যেতে

থাকবে।"

এই সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব থেকে শুরু করে সাম্যবাদে উত্তরণ পর্যন্ত গোটা পর্ব জুড়ে, অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত দেশের মানুষ যতদিন পর্যন্ত না পুঁজিবাদকে নির্মূল করছে ততদিন পর্যন্ত শ্রমজীবী মানুষের অর্জিত সুযোগ-সুবিধাগুলির রক্ষণাবেক্ষণে এবং তাদের লক্ষ্য অনুযায়ী কর্ম পরিচালনে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু যখন দেখা যাবে সর্বত্রই শোষকশ্রেণির দল ও তাদের প্রভাব - প্রতিপত্তির অন্তিম কবর রচনা করা হয়েছে, একমাত্র তখনই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র "বিলীন হবে", এবং "ব্যক্তি পরিচালিত সরকারের " স্থান গ্রহণ করবে "বস্তু ও ঘটনাপ্রবাহের প্রশাসন, আর উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিচালনা"। সমাজের কার্যসিদ্ধির অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপায়গুলি তখন অবশ্যই থাকবে, থাকবে না শুধু রাজনৈতিক উপায়গুলি।

জনগণের ইচ্ছা ও সংকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট সমাজতান্ত্রিক সমাজের গণশক্তিস্বরূপ রাষ্ট্র ছাড়াও পার্টির প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। কারণ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নির্মাণে নেতৃত্ব-দানের জন্যই নয়, সামাজিক মতামত ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্দিষ্ট আকার-দানের জন্যও একটি নেতৃত্বকারী শক্তির প্রয়োজন আছে।

শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমজীবী জনগণ কর্তৃক ক্ষমতা লাভের পরিণাম হিসেবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তাহলে যার নেতৃত্ব ব্যতিরেকে শ্রমিকশ্রেণির পক্ষে ক্ষমতা- অর্জন সম্ভব নয় সেই শ্রমিকশ্রেণির পার্টি অবশ্যই সমাজতন্ত্র নির্মাণের ব্যাপারে রাষ্ট্র ও জনগণকে পরিচালনাকারী, নেতৃত্বকারী শক্তি। রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রের সকল স্তরে পার্টি ঐকত্রিক নেতৃত্ব ও নির্দেশনা এ ব্যাপারটিকে অন্ততঃ নিশ্চিত করে যে, জনগণের স্বার্থ ও প্রয়োজনকে কঠোরভাবে অনুসরণ করে রাষ্ট্র ও তার কার্যাবলীর বিকাশ হবে।

যতদিন পর্যন্ত শোষক শ্রেণিগুলিকে নিশ্চিহ্ন করার সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে যতদিন পর্যন্ত যা কিছু শোষণের পরিণামস্বরূপ তাকে বিদেয় করবার লড়াই চলবে, ততদিন পর্যন্ত পার্টিরও প্রয়োজন থাকবে। কেননা কোনও প্রকার নেতৃত্ব ছাড়া ঐ সংগ্রাম একেবারেই সম্ভব নয়, আর সেই নেতৃত্ব একমাত্র দিতে পারে

শ্রমিকশ্রেণি ও তার মিত্রকুলের সবচেয়ে অগ্রণী অংশ।

যতদিন পর্যন্ত কোনও না কোনও রূপে শ্রেণিসংগ্রাম অব্যাহত থাকবে ততদিন পর্যন্ত শ্রেণির অগ্রণী অংশ আর জনগণের মধ্যে পার্থক্য থাকবে। বিভিন্ন শ্রেণির অস্তিত্বের একটি আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সামাজিক উৎপাদনে তারা যে যে স্থান দখল করে তা-ই তাদের বৈষয়িক ও মানসিক কার্যাবলী নির্ধারণ করে। এর ফলে অবধারিতভাবে প্রতিটি শ্রেণির মধ্যে একটি সচেতন সংখ্যালঘু অংশের আবির্ভাব ঘটে, যে সংখ্যালঘু অংশ ঐ শ্রেণির দীর্ঘকালীন স্বার্থ ও লক্ষ্য সম্পর্কে সক্রিয়ভাবে সচেতন হয়ে ওঠে এবং গোটা শ্রেণিকে নেতৃত্ব দেয়। শ্রেণিটির সংখ্যাগুরু অংশ কিন্তু প্রচলিত অবস্থানুযায়ীই জীবন অতিবাহিত করে। একমাত্র সংখ্যালঘুর নেতৃত্বাধীন এসেই সে দীর্ঘকালীন সামাজিক লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংগ্রামের ময়দানেও নামে। এ ঘটনার কোনও নড়চড় হবে না যতদিন পর্যন্ত না শ্রেণি পার্থক্য দূর হচ্ছে, আর তারই সঙ্গে দূর হচ্ছে সামাজিক উৎপাদনে নির্দিষ্ট স্থানাধিকারের কারণে জনগণের জীবন নির্ধারণের মত বিষয়টি। যতদিন পর্যন্ত না সমাজের প্রতিটি মানুষ সম-মর্যাদা ও সুযোগ- সুবিধার ভিত্তিতে জীবন গড়ে তুলছে এবং তাদের সম্ভাবনার কুঁড়িগুলিকে পূর্ণ-প্রস্ফুটিত করছে ততদিন পর্যন্ত এর ব্যত্যয় হবে না।

সেই কারণেই " শ্রমিকশ্রেণি ও শ্রমজীবী জনগণের অন্যান্য অংশের সাধারণ স্তরের সক্রিয়তম এবং রাজনীতি ও সচেতন নাগরিকেরা কমিউনিস্ট পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ হয়... যা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ও গড়ে তোলার সংগ্রামে শ্রমজীবী জনগণের অগ্রদূত, এবং শ্রমজীবী জনগণের রাষ্ট্রায়ত্ত ও রাষ্ট্রীয় সমস্ত সংগঠনের মূল প্রাণকেন্দ্র।"

পার্টি "হুকুমদারি"র সংগঠন নয়। ক্ষমতার প্রতিষ্ঠানও নয়। ওয়েবদম্পতি যেমন বলেছিলেন, সমাজতান্ত্রিক সমাজে পার্টির অস্তিত্ব " নেতৃত্বদানের আহ্বানে" সাড়া দেবার জন্য। কারণ শ্রমজীবী জনগণের সবচেয়ে, এগিয়ে থাকা অংশ অমন কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া না দিলে অর্থনৈতিক নির্মাণযজ্ঞে লক্ষ লক্ষ মানুষকে জড়ো করা বা সামাজিক মত ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, যাতে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা যায়, সাম্যবাদে উত্তরণ সম্ভব হয় এবং সমজীবিকার স্তরে গোটা সমাজকে

টেনে তোলা যায় — এসব আদৌ সম্ভব হবে না।

স্তালিনের কথায়, " শ্রমিকশ্রেণির বিশ্বাসই পার্টির প্রাধিকারকে বজায় রাখে। গায়ের জোরে শ্রমিকশ্রেণির এই বিশ্বাস বা আস্থা অর্জন করা যাবে না, কারণ শক্তিপ্রয়োগ অবস্থার অপমৃত্যু ঘটাবে। পার্টির তত্ত্ব যদি সুযুক্তিপূর্ণ হয়, নীতি যদি হয় সঠিক, শ্রমিকশ্রেণির কল্যাণের পার্টি যদি হয় উৎসর্গীকৃত প্রাণ এবং জনগণকে একথা বিশ্বাসযোগ্য করে বোঝাতে যদি সে প্রস্তুতথাকে বা সক্ষম হয় যে, পার্টির স্লোগানগুলিই সঠিক স্লোগান, একমাত্র তাহলেই ঐ আস্থা অর্জন করা সম্ভব।... অতএব শ্রেণির নেতৃত্বদান কালে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করানোর পদ্ধতিই পার্টির কাছে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি।"

পার্টির কর্তব্য- সমাপন যখন সাঙ্গ হবে, সমজীবিকার স্তরে উন্নীত করা যাবে যখন গোটা সমাজটাকেই এবং শত্রু বিরোধী শক্তি ও প্রভাবের প্রতিটি আক্রমণের আশঙ্কা যখন আর থাকবে না, তখন আমরা আশা করতে পারি যে পার্টিও আর থাকবে না। কেননা তার আর কোনও প্রয়োজনই থাকবে না। কারণ সামাজিক জীবন তখন হবে শ্রেণিসংগ্রাম -বিহীন। অগ্রসরমান শ্রেণির অগ্রদূত আর জনগণের মাঝে পার্থক্যের বেড়াও আর থাকবে না। তাই সমাজ-প্রগতির বৃক্ষে বৃক্ষে চিহ্ন এঁকে পথের নিশানা দেবার জন্য প্রয়োজন হবে না কোনও অগ্রগামী সংগঠনের।